RNI No. 71057/96

ছোটদের জন্য কোচিং চান রিচা

পৃষ্ঠা-৭

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ২৫, কোচবিহার, শুক্রবার, ১২ ডিসেম্বর- ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২
Vol: 29, Issue: 25, Cooch Behar, Friday, 12 December - 25 December, 2025, Pages: 12, Rs. 3

বাংলার আত্মমর্যাদা নিয়ে তৎপর মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ঐক্যের বার্তা নিয়ে কোচবিহার সফর করে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেবল দলের অভ্যন্তরের কোন্দলই নয়, বাংলা ও বাঙালিদের মধ্যেকার দুরত্ব ঘোচাতেও সরব হলেন তিনি। রাজবংশীদের নিজের 'গলার মালা' বলে কাছে টেনে নিলেন। আর জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককে পরামর্শ দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে দলীয় অফিসে ডেকে চা খাওয়াতে। বোঝা গেল, তৃণমূল সুপ্রিমো কড়া পদক্ষেপের বদলে ঐক্যের বার্তাই দিতে চেয়েছেন।

প্রশাসনিক বৈঠক থেকে রাসমেলা মাঠের মঞ্চ, সর্বত্রই বাংলার মানুষের ন্যায্য দাবি নিয়ে যেন সরব মুখ্যমন্ত্রী। গত ৮ ডিসেম্বর সোমবার কোচবিহারের প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ-এর 'মাতব্বরি' নিয়ে কড়া আক্রমণ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, সীমান্তে অবৈধ লেনদেন চলছে এবং বাংলা ভাষাভাষীদের 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে 'পুশ ইন' করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পুলিশকে আরও 'প্রো-অ্যাকটিভ' হওয়ার এবং 'ভীতু' না হয়ে সীমান্তে টহলদারি ও নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেন।

পরদিন অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বরের সভামঞ্চ থেকে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করা এবং দেশের সমাজ সংস্কারকদের অপমান করার অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারের সভা থেকে বাংলার আত্মমর্যাদা রক্ষার সংকল্প গ্রহণ করেন। সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট জানান, বাংলার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের 'দয়ার দান' বা 'ভিক্ষা'র প্রয়োজন নেই; বাংলা নিজের পায়ে ভর করে মাথা উঁচু করে চলতে জানে। মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "আবার আমরা ক্ষমতায় আসবই।" ক্ষমতায় ফিরলে বাংলার গরিব মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার নিজেই ১০০ দিনের কাজের মতো প্রকল্প চালাবে। এতে কেন্দ্রের বঞ্চনার দিন শেষ করে বাংলার মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সাহায্য ছাড়াই ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার বিকল্প 'কর্মশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রায় ৭৮ লক্ষ ৭১ হাজার মানুষকে জব কার্ড দিয়েছে, যা ১০৪ কোটিরও বেশি কর্মদিবস তৈরি করেছে বলে দাবি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কর্মশ্রী প্রকল্পে এবার ৭৫ দিন কাজ হয়েছে। তাঁর এই উদ্যোগ প্রমাণ করে, বাংলার গরিব মানুষের স্বার্থরক্ষায় রাজ্য সরকার বিকল্প পথ তৈরি করতে প্রস্তুত। ভবিষ্যতে কর্মশ্রী প্রকল্প সকলের জন্য কাজ নিশ্চিত করবে।

তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার নাকি চার বছর ধরে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে রেখেছে, যার ফলে বাংলা ৫১ হাজার ৬১৭ কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং ১১৮ কোটি কর্মদিবস নষ্ট হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার ৫১ লক্ষ মানুষকে ২৭০০ কোটি টাকা প্রদান করেছে। ক্ষমতায় এলে এই বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধার এবং বঞ্চনার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাদের অনুগতদের দ্বারা বাংলার মনীষীদের প্রতি দেখানো 'অপমান' নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে অপমান করা হয়েছে, রাজা রামমোহন রায়কে দেশপ্রেমিক নয় বলা হয়েছে, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হয়েছে এবং ক্ষুদিরাম বসুকে 'সন্ত্রাসবাদী' বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যিনি বন্দে মাতরমের রচয়িতা, তাঁকেই অপমান!" তিনি এই অপমানের জন্য অভিযুক্তদের জনগণের কাছে 'মাথা নীচু করে নাকখত' দেওয়ার দাবি জানান এবং অঙ্গীকার করেন, ক্ষমতায় এলে বাংলার সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং মনীষীদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, কেন্দ্রীয় সরকার আবাসন যোজনা এবং গ্রামীণ রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার নিজস্ব উদ্যোগে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি জানান, ছ'মাস আগে রাজ্য সরকার ১২ লক্ষ বাড়ির জন্য টাকা দিয়েছে এবং গ্রামে ২০ হাজার ও শহরে ১১ হাজার নতুন রাস্তা তৈরি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী চ্যালেঞ্জ করে বলেন, গত ১৪ বছরে বাংলায় যে উন্নয়ন হয়েছে, এমন উন্নয়ন গোটা পৃথিবীতে হয়নি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাজ্যের ১৫টি জনমুখী প্রকল্প চলছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাধ্যমে ২৫ বছর বয়স থেকে মহিলারা সারাজীবন আর্থিক সহায়তা পাবেন। স্বাস্থ্যসাথী এবং সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদানের মাধ্যমে তিনি সামাজিক সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

এমনকি রাজবংশী আবেগকে অক্ষুণ্ণ রাখতে মুখ্যমন্ত্রী রাজবংশী বিদ্যালয় তৈরির ফিরিস্তি তুলে ধরেন। যদিও তিনি স্পষ্ট করে দেন, তৃণমূল রাজ্যভাগ বা কোচবিহারকে আলাদা রাজ্য তৈরির দাবিকে কোনওভাবেই সমর্থন করে না। তিনি সভায় উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করে নিশ্চিত হন যে তাঁরা 'বাংলার ভাগ হতে দেবেন না'। এর মাধ্যমে তিনি একদিকে যেমন রাজবংশী জনজাতির প্রতি তার সমর্থন বজায় রাখেন, তেমনি অন্যদিকে অখণ্ড বাংলার প্রতি তাঁর সংকল্পও তুলে ধরেন। কোচবিহারের রাসমেলার মাঠে সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এইসব বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আগামী দিনে বাংলার সরকার কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বনির্ভরতার পথে হাঁটতে চলেছে এবং রাজ্যের মানুষের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করতে তারা মাঠে নামতে প্রস্তুত।

সিতাইয়ের বিস্ময়বালক আয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে এল এক অবিশ্বাস্য প্রতিভা। সিতাই ব্লকের চামটা গ্রামের মাত্র ৫ বছর ২ মাস বয়সী আয়ান আলী মিয়া স্থান করে নিল 'ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস'-এ। অসামান্য স্মৃতিশক্তি আর মেধার জোরে জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পেল এই ক্ষুদে।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পাঠানো শংসাপত্র, মেডেল ও উপহার ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে আয়ানের পরিবারে। ছোট্ট আয়ানের এই সাফল্যে উৎসবের আবহ ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে চামটা গ্রামের মানুষ সকলেই মেতে উঠেছেন আনন্দে।

মাত্র ২ মিনিট ৪৮ সেকেন্ডে বিশ্বের ১৯৫টি দেশের পতাকা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে রেকর্ড গড়েছে আয়ান। গত ১১ নভেম্বর তার প্রতিভার ভিডিও পাঠানো হয় ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের কাছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৪ নভেম্বর আসে কনফার্মেশন মেল। এরপর হাতে পৌঁছেছে আনুষ্ঠানিক শংসাপত্র ও পদক।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এত কম বয়সে এমন নিখুঁত স্মৃতিশক্তি ও মনোসংযোগ সত্যিই বিরল। সিতাইয়ের ছোট্ট আয়ান আজ বাংলার গর্ব।

'ফগ সেফ ডিভাইস'

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: প্রতি বছরের মতো এবারও শীতকালে ঘন কুয়াশার কারণে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়া ও দুর্ঘটনা এড়াতে একাধিক আধুনিক পদক্ষেপ নিয়েছে রেল মন্ত্রক। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল এই মরসুমে ট্রেন চলাচল নিরাপদ রাখতে 'ফগ সেফ ডিভাইস' সহ অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানান, কুয়াশার সময় নিরাপদে ট্রেন চালানোর জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি রেল ট্র্যাকে পেট্রোলিং সহ অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ফগ সেফ ডিভাইসগুলি লোকো-পাইলটদের প্রায় ৩০০ মিটার দূর থেকেই সিগন্যাল সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়, যা ঘন কুয়াশার মধ্যে ট্রেন নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত সহায়ক। রেল ট্র্যাকে নির্দিষ্ট দূরত্বে ডেটোনেটর স্থাপন করা হচ্ছে। ট্রেন ডেটোনেটরের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তা ফেটে তীব্র শব্দ তৈরি করে, যার মাধ্যমে চালক ও সহকারী চালক শব্দের ধরন শুনেই সামনের ট্র্যাকের অবস্থা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা বুঝতে পারেন।

স্টেশনমাস্টাররা কুয়াশার মাত্রা সঠিকভাবে বোঝার জন্য 'ভিজিবিলিটি টেস্ট অবজেক্ট'-এর মাধ্যমে কুয়াশার পরিমাণ যাচাই করেন। ভিটিও দেখা না গেলেই বোঝা যায় কুয়াশার তীব্রতা কতটা, এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মূল ট্র্যাকের অবস্থান স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য চুন দিয়ে চিহ্নিতকরণ করা হচ্ছে।

এছাড়াও, সিগন্যাল সাইটিং বোর্ড এবং লেভেল ক্রসিং গেটগুলিকে আলোকিত করার জন্য রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ স্ট্রিপ ব্যবহার করা হচ্ছে। আর ট্রেনের পিছনের কোচগুলিতে এলইডি ফ্লাশার টেল ল্যাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে কুয়াশাতেও ট্রেনের অবস্থান সহজে বোঝা যায়।

লোকো-পাইলট ও সহকারী লোকো-পাইলটদের কুয়াশার সময় ট্রেন পরিচালনার নিয়ম-নির্দেশিকা এবং সতর্কতামূলক পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত করার জন্য বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। এই সমস্ত প্রযুক্তিনির্ভর পদক্ষেপের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কুয়াশার সময় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ও নিরাপদ রাখার বিষয়ে আশাবাদী।

জিআই ট্যাগের প্রতীক্ষায় পাটিশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটি তার অসাধারণ বুনন এবং আরামদায়ক শীতলতার জন্য ব্যাপক সমাদৃত। এই শিল্পটি জেলার একটি প্রাচীন ঐতিহ্য হলেও, শিল্পীরা দীর্ঘকাল ধরে শীতলপাটির জন্য যে 'ভৌগোলিক নির্দেশক' বা জিআই জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন ট্যাগের দাবি জানিয়ে আসছেন, তা এখনও অধরা। বছর দুয়েক আগে জেলা প্রশাসন এই বিষয়ে তৎপর হয়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে আবেদন জানালেও, পাটির ভাগ্যে এখনও জিআই ট্যাগের শিকে ছেঁড়েনি। এই দীর্ঘসূত্রিতায় হতাশ শিল্পীরা এখন সংশয়ে ভুগছেন, আদৌ কোচবিহারের এই বিশেষ হস্তশিল্পটি তার প্রাপ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে কি না। তাঁদের এখন একটাই দাবি, প্রশাসন দ্রুত এই প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য আরও সক্রিয় পদক্ষেপ নিক।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের কোচবিহার জেলা আধিকারিক, রাজেশ বাউরি, আশার বাণী শুনিয়েছেন। তিনি জানান, "আমরা শীতলপাটির জিআই ট্যাগের জন্য আবেদন করেছি। বিষয়টি এখনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং আমরা আশা করছি খুব শীঘ্রই কোচবিহারের শীতলপাটি জিআই ট্যাগ পাবে।" তিনি আরও বলেন, শীতলপাটিকেন্দ্রিক শিল্পের প্রসারের জন্য তাদের দপ্তর থেকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বর্তমানে ধলুয়াবাড়িতে একটি ক্লাস্টার চালু আছে এবং খুব দ্রুত তুফানগঞ্জেও আরও একটি ক্লাস্টার গড়ে উঠবে।

প্রসঙ্গত, জিআই ট্যাগ হল একটি বিশেষ চিহ্ন যা কোনও পণ্যের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক উৎস, সেই অঞ্চলের আবহাওয়া, মাটি ও মানুষের সৃজনশীলতার কারণে উৎপন্ন বিশেষ গুণমান ও খ্যাতিকে নির্দেশ করে। এটি ক্রেতার কাছে ওই পণ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে। উদাহরণ হিসেবে দার্জিলিং চা এবং সুন্দরবনের মধুর জিআই ট্যাগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কোচবিহার-১ পাটিশিল্প সমবায় সমিতির সম্পাদক প্রদীপ রায় বলেন, "মাঝে একবার প্রশাসনের উদ্যোগের কথা শুনেছিলাম, কিন্তু তারপর আর কিছুই জানি না। শীতলপাটি জিআই ট্যাগ পেলে তা এই জেলার জন্য অত্যন্ত গৌরবের হবে। আমরা চাই প্রশাসন এই বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।"

কোচবিহারের সদর, তুফানগঞ্জ মহকুমা, দিনহাটা ও মাথাভাঙার কিছু অংশে এই পাটিশিল্পের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এর মধ্যে পানিশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধলুয়াবাড়ি এলাকা পাটিশিল্পের জন্য সুপরিচিত এবং এটি 'পাটিগ্রাম' নামেও পরিচিত। এই এলাকার বহু পাটিশিল্পী রাজ্য সরকারের দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছেন, এমনকি অনেকে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকেও সম্মাননা পেয়েছেন। এই পাটিগ্রামের শিল্পীরা মনে করেন, কোচবিহারের এই ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটিকে বিশ্ব মঞ্চে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে জিআই ট্যাগ অপরিহার্য।

চিতাবাঘ রুখতে 'সুন্দরবন মডেল'

নিজস্ব প্রতিবেদন

নাগরাকাটা: উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে চিতাবাঘের ক্রমশ উপদ্রব বাড়ছে। চিতাবাঘ মোকাবিলায় এবার নতুন পদক্ষেপ নিল বন দপ্তর। সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আটকাতে ব্যবহৃত নেট ফেন্সিং-এর কায়দায় এবার নাগরাকাটার কলাবাড়ি চা বাগানে পরীক্ষামূলকভাবে নাইলনের নেট ফেন্সিং বসানো হচ্ছে। বুনোদের লোকালয়ে ঢুকে পড়া ঠেকাতে উত্তরবঙ্গের মধ্যে প্রথম কলাবাড়ি চা বাগানেই এই ব্যবস্থা করা হল।

বন দপ্তর জানিয়েছে, কলাবাড়ি বাগানের 'হুলাশ লাইন' শ্রমিক মহল্লা ঘেঁষা প্রায় ২৫০ মিটার এলাকাজুড়ে ১০ ফুট উচ্চতার নাইলনের নেট লাগানো হচ্ছে। এই ফেন্সিং বসানোর উদ্দেশ্য হল বাগানের ডেরা ছেড়ে চিতাবাঘ লোকালয়ে যেন প্রবেশ করতে না পারে। এই নেট বুনোদের জন্য ক্ষতিকর নয় এবং ছিঁড়ে গেলে সারাইয়ের খরচও তুলনামূলক কম। চলার পথে বাধা পেয়ে হাতির দলও দিক পরিবর্তন করতে পারে।

বন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের মুখ্য আধিকারিক ভাস্কর জেভি বলেন, "নেট ফেন্সিং বসানোর পরে এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে দেখা হবে। এই পরীক্ষা সফল হলে প্রয়োজনে অন্যান্য স্থানেও এটি বসানো হবে।"

কলাবাড়ি বাগান দীর্ঘদিন ধরেই চিতাবাঘ উপদ্রব। গত সাত মাসে সেখান থেকে পাঁচটি চিতাবাঘকে খাঁচাবন্দি করা হয়েছে এবং গত এক বছরে হামলায় ১০-১২ জন জখম হন। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে গত ১৮ জুলাই, যখন হুলাশ লাইন এলাকা থেকে আয়ুষ নাগার্চি নামে এক তিন বছরের শিশুকে চিতাবাঘ তুলে নিয়ে যায়। তবে বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ জানিয়েছেন, স্থানীয়রা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং বন দপ্তরের নজরদারি অব্যাহত থাকবে।

চুরি সোলার সেচ যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন

বামনহাট: ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময়ের পর সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত সোলার সেচ প্রকল্প আজ কার্যত বিলুপ্তির পথে। সম্প্রতি বামনহাট ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম বাকালির ছড়া এলাকায় ধারাবাহিক সোলার প্যানেল ও সেচ যন্ত্রপাতি চুরির ঘটনা কৃষকদের চরম জলসংকটের মুখে ফেলেছে।

২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময়ের পর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে উন্নয়নের বিশেষ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কেন্দ্র সরকারের বরাদ্দে তৈরি হয় পাকা রাস্তা, পানীয়জলের সুবিধা ও সেচ ব্যবস্থার পরিকাঠামো। সেই প্রকল্পেরই একটি বড় অংশ ছিল আধুনিক সোলারচালিত সেচ যন্ত্র, যা কৃষিকাজে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। কিন্তু আজ সেই যন্ত্রপাতির বড় অংশই অকার্যকর হয়ে পড়েছে ধারাবাহিক চুরি ও ভাঙচুরের জেরে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সংগঠিত চোরচক্র দিনের আলোয় সোলার প্যানেল খুলে নিয়ে যাচ্ছে। কোটি টাকার সরকারি পরিকাঠামো নজরদারির অভাবে নষ্ট হয়ে পড়লেও প্রশাসন এখনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়নি। কৃষকদের দাবি, বারবার পুলিশকে জানালেও কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি! লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়ার পরেও রসিদ মেলেনি বলে অভিযোগ উঠেছে।

এক ক্ষুব্ধ কৃষকের অভিযোগ, "পুলিশ উল্টো আমাদেরই বলছে—চোর ধরে দিলে তারা ব্যবস্থা নেবে! সাধারণ কৃষক হয়ে আমরা কীভাবে সংগঠিত চোর ধরব?" পুলিশের এই মনোভাবেই চোররা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে বলে মত স্থানীয়দের।

প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করে দ্রুত দোষীদের শনাক্ত করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন গ্রামবাসী। পাশাপাশি, ক্ষতিগ্রস্ত সেচ প্রকল্প দ্রুত পুনর্বহালের দাবিও জানানো হয়েছে।

রাজ আমলের গড়ে চা বাগানের প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: পাট ও তামাক চাষের জন্য পরিচিত দিনহাটা-সিতাই অঞ্চলে এবার চা শিল্পের প্রসারের উদ্যোগ নেওয়া হল। সিতাই বিধানসভার বিধায়ক সংগীতা রায় গত ১ ডিসেম্বর সোমবার কোচবিহারের শিল্প সম্মেলনে সিতাইয়ের প্রাচীন গড়গুলোতে চা বাগান তৈরি এবং জেলায় আরও চা কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছেন। এই প্রস্তাবে এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষিরা অত্যন্ত আনন্দিত।

বিধায়ক সংগীতা রায় জানান, প্রাচীন গড়গুলিতে চা বাগান তৈরি হলে বহু তরুণের কর্মসংস্থান হবে এবং সীমান্তবর্তী সিতাই বিধানসভা পর্যটন কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিতি লাভ করবে। তিনি আরও বলেন, চা চাষে কৃষকদের উৎসাহ দিতে হলে আগে এলাকায় চা কারখানা থাকা আবশ্যক। এই কারণে তিনি জেলা প্রশাসন ও উদ্যোগপতিদের কাছে কারখানার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

বর্তমানে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ সফলভাবে ক্ষুদ্র চা চাষ করলেও, দিনহাটা-সিতাই অঞ্চলে ছোট পরিসরে প্রায় ১০০ বিঘা জমিতে চা চাষ হচ্ছে। দিনহাটা-১ ব্লকের ব্রহ্মোত্তর চাউলেরকুঠি এবং সিতাইয়ের চামটা, সিতাই-২, শীতলকুচির লালবাজারের মতো এলাকায় তামাকচাষিরা ধীরে ধীরে চা চাষের দিকে ঝুঁকছেন।

দিনহাটার ক্ষুদ্র চা চাষিরা দীর্ঘদিন ধরে সরকারি উদ্যোগ চাইছিলেন। চা চাষের একজন উদ্যোক্তা পার্থপ্রতিম সরকার জানান, চা চাষ অত্যন্ত লাভজনক হলেও, দিনহাটাতে চা কারখানা না থাকায় চাষিরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। পাতার গুণগত মান বজায় রেখে মেখলিগঞ্জ বা আলিপুরদুয়ারের কারখানায় পাতা পৌঁছে দেওয়া কঠিন। বিধায়কের কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব কার্যকর হলে ক্ষুদ্র চা চাষিরা উৎসাহিত হবেন এবং চাষের পরিধি বাড়াবেন।

সাফাই অভিযান ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: বিশ্ব স্বেচ্ছাসেবী দিবস ও বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষ্যে গত ৫ ডিসেম্বর শুক্রবার সিতাই ব্লকের চামটা পাগলারহাটে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ সামাজিক ও পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি। চামটা পাগলারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং চামটা পাগলারহাট রাজা হরিশ্চন্দ্র শ্মশান চত্বরে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

উদ্যোগের নেতৃত্বে ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুদামা বর্মন। সহযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন জীবন বর্মন, সন্তোষ বর্মন, অভিক বর্মন এবং তারক তরফদার। প্রথমেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বর সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে আবর্জনামুক্ত করেন স্বেচ্ছাসেবীরা। এরপর শ্মশান চত্বরে জঙ্গল পরিষ্কার, আবর্জনা অপসারণ এবং পরিবেশকে আরও মানুষের উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে বেশ কিছু কাজ সম্পন্ন হয়।

পরিবেশ রক্ষার বার্তা পৌঁছে দিতে দুই স্থানেই বিভিন্ন ঔষধি গাছ, ফলের গাছ ও ফুলের চারা রোপণ করা হয়। বিশেষ করে শ্মশান ঘাট এলাকায় ফল ও ফুলের চারা লাগিয়ে সবুজায়নের উপর জোর দেওয়া হয়।

এই উদ্যোগ সম্পর্কে সুদামা বর্মন জানান, "পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, মৃত্তিকার গুরুত্ব এবং সবুজ সমাজ গঠনের লক্ষ্যেই আমাদের এই চেষ্টা। স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও শ্মশান—দুই জায়গাই মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনের স্থান। তাই এগুলো পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের সবারই দায়িত্ব।"

খামার বিদ্যালয়ে মিলেট চাষে নবজাগরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দিনহাটা চৌধুরিহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মিলেট চাষের প্রসার ও সচেতনতা বাড়াতে অনুষ্ঠিত হল 'খামার বিদ্যালয়'। গত ৩ ডিসেম্বর বুধবার দিনহাটা ২ নম্বর ব্লক কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে এবং শ্রদ্ধা ফারমার্স প্রোডিউসার কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন প্রায় চল্লিশজন কৃষক। আত্মা প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় শুরু হয় এদিনের অনুষ্ঠান।

কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কোচবিহার জেলার ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার অসিত বরণ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন ব্লকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার মহম্মদ আবুল হাসানও। মিলেট চাষের প্রসারে কৃষকদের হাতে বীজ ও প্রয়োজনীয় কৃষি সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

এদিন কৃষকদের প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি ও এর উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জীবামৃত, ঘন জীবামৃতসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সার কীভাবে স্বল্প খরচে বাড়িতেই প্রস্তুত করা যায়, তার বাস্তব প্রদর্শন করা হয়। আয়োজকদের দাবি, কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে টেকসই কৃষি পদ্ধতি গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

একসময় অঞ্চলে মিলেটের চাষ প্রচলিত থাকলেও সময়ের সাথে তা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল। তবে গত তিন বছর ধরে মিলেট চাষ পুনরুজ্জীবিত করতে কাজ করছে শ্রদ্ধা ফারমার্স প্রোডিউসার কোম্পানি। বিশ্ববাজারে মিলেটের চাহিদা দ্রুত বেড়ে চলেছে। 'সুপারফুড' হিসেবে মিলেট এখন ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। সুগার, প্রেসারসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগা মানুষজন নিয়মিত মিলেট গ্রহণ করছেন। তাছাড়া কম জলপ্রয়োজন হওয়ায় জল সাশ্রয়ী এই ফসল কৃষকদের কাছে আকর্ষণ বাড়াচ্ছে।

পুলিশ প্রশাসনে পদ রিচার

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের তারকা ক্রিকেটার রিচা ঘোষ এবার যোগ দিলেন রাজ্য পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট (ডিএসপি) পদে। একই সঙ্গে তাঁকে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের অধীন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ (এসিপি) পদেও নিযুক্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে নিয়োগপত্র গ্রহণ করেন শিলিগুড়ির এই কৃতি ক্রিকেটার।

চলতি বছরে মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপে ব্যাট এবং উইকেটের পিছনে নজরকাড়া পারফরম্যান্সে রিচা ইতিমধ্যেই দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারের আসন দখল করেছেন। সেই সাফল্যের পর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তাঁর হাতে প্রশাসনিক দায়িত্ব তুলে দেওয়ায় ক্রীড়া মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকের মতে, ক্রীড়া ও প্রশাসন দুই ক্ষেত্রেই প্রতিভাকে মর্যাদা দিতে আবারও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে রাজ্য সরকার।

রিচা জানিয়েছেন, পুলিশের প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি তিনি ক্রিকেটও চালিয়ে যাবেন। নতুন ভূমিকা তাঁর কাছে গর্বের এবং চ্যালেঞ্জের। রিচার এই সাফল্যে খুশি পরিবার ও শহরবাসী।

জীবনযুদ্ধে হার মানেননি দৃষ্টিহীন সাইদুল

নিজস্ব প্রতিবেদন

উত্তর দিনাজপুর: প্রায় ৯০ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও জীবনযুদ্ধে হার মানেননি উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লকের পতিরাজপুর অঞ্চলের প্রত্যন্ত হেমতপুর গ্রামের বাসিন্দা সাইদুল মহম্মদ (৫৫)। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, বৃদ্ধ মা-বাবা, স্ত্রী ও এক ছেলেকে নিয়ে অভাবী সংসারে হাল ধরতে পেটের টানে এই প্রৌঢ় এখনও ভ্যানরিকশার চাকা ঘুরিয়ে চলেছেন। তাঁর এই অদম্য জীবনীশক্তি অনেক হতাশাগ্রস্ত মানুষের কাছে অনুপ্রেরণা।

বর্তমানে মাত্র ১০ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে সাইদুল কেবল আন্দাজে ভর করেই তাঁর ভ্যান চালান। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় যাত্রীরা তাঁর ভ্যানে উঠতে চান না বলে শুধুমাত্র মালপত্র বহন করেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি জানান, মাত্র সাত-আট বছর বয়সে টাইফয়েড জ্বর থেকে সেরে ওঠার পর 'জয় বাংলা' অর্থাৎ কনজাংটিভাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়েই তিনি দৃষ্টি হারান।

স্থানীয়দের কাছে সাইদুল কেবল পরিচিত নন, তিনি শ্রদ্ধার পাত্রও বটে। প্রতিবেশী আবদুল লতিফ জানান, "সাইদুল কাকাকে এই তল্লাটে সবাই চেনে। চোখে দেখতে না পেলেও আন্দাজ করে সবখানে চলে যান। রাস্তায় তাঁর ভ্যান দেখলেই অন্য যানবাহনের চালকরা তাঁকে আগেভাগে সাইড দিয়ে দেন।" গ্রামের ফসল ও অন্য মালপত্র পরিবহনে এখনও তিনিই অনেকের ভরসা।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নইমুদ্দিন রহমান জানান, সরকারিভাবে সাইদুলকে প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। তিনি মাসে হাজার টাকা করে পান। এছাড়াও তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পান এবং কিছু বছর আগে আবাস যোজনাতেও একটি ঘর পেয়েছেন। সরকারি সাহায্যের পাশাপাশি সাইদুলের এই জীবন-সংগ্রাম এলাকার মানুষের কাছে এক উদাহরণ।

বন্যা মোকাবিলায় এনডিআরএফের বিশেষ মহড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

দক্ষিণ দিনাজপুর: বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলায় প্রস্তুতি আরও শক্তিশালী করতে গত ৫ ডিসেম্বর শুক্রবার আত্রেয়ী নদীর কল্যাণীঘাট এলাকায় বিশেষ মহড়ার আয়োজন করল এনডিআরএফ। এদিনের মহড়ায় সহযোগিতা করে জেলা প্রশাসনের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর ও বন দপ্তর।

মহড়ায় এনডিআরএফের কর্মীরা হাতে-কলমে প্রদর্শন করেন বন্যাকবলিত এলাকায় আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার করার বিভিন্ন কৌশল। নৌকা চালনা, দড়ির সাহায্যে রেসকিউ, প্রাথমিক চিকিৎসা—প্রতিটি ধাপই বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়। সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি বিপদের সময় নিজেদের এবং অন্যদের কীভাবে নিরাপদ রাখা যায়, সে সম্পর্কেও দিকনির্দেশ দেওয়া হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এনডিআরএফের ডেপুটি কমান্ড্যান্ট সঞ্জয় কুমার রঞ্জন, জেলা ডিএম অ্যান্ড সিডি অফিসার ইনচার্জ তপন জ্যোতি বিশ্বাস, ডিডিএমও অনিল গুপ্তা এবং বন দপ্তরের রেঞ্জার তাপস কুণ্ডুসহ জেলার অন্যান্য আধিকারিকরা।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতি বছর নিয়মিতভাবে এ ধরনের প্রশিক্ষণ মহড়ার আয়োজন করা হয়, যাতে বিপর্যয়ের সময় কর্মী ও সাধারণ মানুষ আরও সচেতন, প্রস্তুত ও দ্রুত সাড়া দিতে পারেন।

পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে 'আম্রুত-২'

নিজস্ব প্রতিবেদন

কালিম্পং: দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে গত ৮ ডিসেম্বর সোমবার কালিম্পং শহরে 'আম্রুত-২' প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)।

কালিম্পং টাউন হলে এই প্রকল্পের সূচনা করেন জিটিএর চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। তাদের লক্ষ্য ৩০ মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করে কালিম্পং শহরের পানীয় জলের সমস্যা দূর করা। এই প্রকল্পে তারা তিস্তা নদী থেকে জল সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করবে। তিস্তা থেকে জল তুলে ডেলোতে সংরক্ষণ করা হবে। সেখানে জল পরিশ্রুত করার পর পাইপলাইনের মাধ্যমে শহরের ২৩টি ওয়ার্ডে সরবরাহ করা হবে। প্রকল্পে মোট খরচ হবে ১৯৬ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা।

অনীত থাপার দাবি অনুযায়ী, এর মধ্যে ৫০ শতাংশ খরচ বহন করবে কেন্দ্র, ৪৫ শতাংশ রাজ্য এবং বাকি ৫ শতাংশ পৌরসভা। তিনি আশাবাদী যে, এই প্রকল্প চালু হলে কালিম্পং শহরে জলের সমস্যা সম্পূর্ণভাবে মিটে যাবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালিম্পংয়ের বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা, জেলা শাসক কুহক ভূষণ, পুলিশ সুপার শ্রীহরি পাণ্ডে সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

নজরদারিতে নতুন দিশা

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে হাতি ও মানুষের সংঘাত কমাতে এবং বন ও বন্যপ্রাণের নিরাপত্তা জোরদার করতে অভিনব উদ্যোগ নিল বন দপ্তর। সম্প্রতি মাদারিহাটে বন দপ্তরের উদ্যোগে চালু হল আধুনিক প্রযুক্তি-সজ্জিত 'ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম'।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গলে চোরা শিকার ও বন্যপ্রাণ পাচার রুখতে এই কন্ট্রোল রুম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। মাঠের ফিল্ড টিম, বিট অফিস ও রেঞ্জ অফিসের সঙ্গে রেডিও কমিউনিকেশন যুক্ত হওয়ায় নজরদারি এখন আরও দ্রুত, নির্ভুল ও সমন্বিতভাবে সম্ভব হবে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সরাসরি যোগাযোগের সুবিধার জন্য দপ্তর দুটি আলাদা মোবাইল নম্বর চালু করেছে। বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত তথ্য, হাতির গতিবিধি বা কোনো সন্দেহজনক কিছু দেখলে যে কেউ যেকোনো সময় কন্ট্রোল রুমে ফোন করে জানানোর সুযোগ পাবেন।

হাতির করিডোরে ইতিমধ্যে বসানো হয়েছে সৌরবিদ্যুৎচালিত ৩০টি এআই-সমৃদ্ধ ক্যামেরা, যার লাইভ ফিড পৌঁছে যাচ্ছে সরাসরি কন্ট্রোল রুমে। কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতির আশঙ্কা তৈরি হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছেন বনকর্মীরা। এই ক্যামেরা যেমন হাতির চলাচল পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি চোরাশিকারি দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

বাবার টোটো নিয়েই জীবনের লড়াই তৃষার

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: নেই ভোরের অপেক্ষা। ডুয়ার্সের বড়দিঘী চা বাগানের কুয়াশায় ভিজে থাকা কাঁচা রাস্তায় তখনই টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন মালবাজারের পরিমল মিত্র কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী তৃষা টোপ্পো। সংসারের হাল ধরার মতো আর কেউ নেই! বাবা মারা যাওয়ার পর হঠাৎই কাঁধে এসে পড়া দায়িত্বই তাঁকে জীবনযোদ্ধা করে তুলেছে।

প্রতিদিন সকালে টোটো চালিয়ে রোজগার, দুপুরে কলেজের ক্লাস, আর রাতে পড়াশোনা। এই নিয়মেই চলছে তৃষার জীবন। নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি এক ভাই ও দুই বোনের যাবতীয় পড়াশোনার খরচও তাঁকেই বহন করতে হয়।

প্রায় পাঁচ বছর আগে মারা যান তৃষার বাবা। বাবার মৃত্যুতে ভেঙে পড়েননি তৃষা। বরং বাবার টোটোকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে চলেছে জীবন যুদ্ধে। আজ সেই টোটো থেকেই সংসার চলে, পাশাপাশি এগিয়ে চলে তাঁর স্বপ্ন, সরকারি চাকরি পাওয়ার লক্ষ্যে সংগ্রাম। টোটো চালানোর পাশাপাশি, ব্লগ ভিডিও বানাতেও সমান দক্ষ সে। ইতিমধ্যেই ফেসবুকে তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা ৪০ হাজার ছাড়িয়েছে।

তৃষার কথায়, "বাবা মারা যাওয়ার পর টোটো চালানো শুরু করি। সংসারের দায়িত্ব তো কাউকে না কাউকে নিতেই হবে। আমি বড়, তাই আমাকেই নিতে হয়েছে। এখন টোটো চালাই, ব্লগ করি আর পড়াশোনা করি। এক বোন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে, আরেকজন দশমে। ভাইকে সদ্য স্কুলে ভর্তি করিয়েছি।"

চা-বাগানের এই তরুণীর সংগ্রাম আজ অনেকের অনুপ্রেরণা। কঠিন পরিস্থিতি যে কীভাবে শক্তির উৎস হতে পারে, সেই উদাহরণ হয়ে উঠেছেন তৃষা।

হিমঘরের অভাবে আলু চাষে অনীহা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: প্রতি বছর ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি মিললেও, কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের কৃষকদের দীর্ঘদিনের দাবি আজও পূরণ হয়নি। ব্লকে হিমঘর না থাকায় প্রায় ৬০-৭০ হাজার মেট্রিক টন আলু উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও এখানকার কৃষকরা এখন আলু চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন। কৃষকদের দাবি, আলু চাষের উপযোগী জমি থাকা সত্ত্বেও সংরক্ষণের সুবিধা না থাকায় অনেকে বাধ্য হয়ে শীতের মরশুমে অর্থকরী ফসল হিসেবে তামাক চাষের দিকে ঝুঁকছেন। গোঁসাইরহাটের কৃষক প্রশান্ত বর্মনের কথায়, সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় আলু চাষ করে তা ধরে রাখার উপায় নেই।

শীতলকুচি এবং পার্শ্ববর্তী সিতাই ব্লকে কোনও হিমঘর নেই। ফলে আলু সংরক্ষণ করতে গেলে কৃষকদের প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে মাথাভাঙ্গা-২ নম্বর ব্লকের নিশিগঞ্জ বা মাথাভাঙ্গা-১ নম্বর ব্লকের বৈরাগীরহাটে যেতে হয়। আলুচাষি মানিক মিয়া জানান, দূরের কৃষক হওয়ায় সেখানে আলু রাখার বন্ড পেতেও সমস্যা হয় এবং অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

শীতলকুচি ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা প্রদীপ্ত ভৌমিক স্বীকার করেছেন যে হিমঘর না থাকায় চাষিদের আলু চাষে আগ্রহ কমছে। তিনি সমস্ত রিপোর্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছেন। এবিষয়ে শীতলকুচির বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন রাজ্যের শাসকদলকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তিনি দাবি করেন, রাজ্য সরকার হিমঘরের দাবির বিষয়টি নজরে আনা সত্ত্বেও কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। তবে শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন জানিয়েছেন, শীতলকুচি কৃষক বাজার সংলগ্ন এলাকায় সরকারি হিমঘর তৈরির জন্য জমি প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। কিন্তু কোনও ব্যবসায়ী বা উদ্যোগী গোষ্ঠী এগিয়ে না আসায় প্রকল্পটি শুরু করা যায়নি। তিনি আশ্বাস দেন, ব্যবসায়ীরা উদ্যোগী হলে রাজ্য সরকার অবশ্যই সহযোগিতা করবে। হিমঘরের এই সমস্যার কারণে অনেক কৃষককেই এবার অনীহা নিয়েই মধ্য শীতলকুচি গ্রামে আলু লাগাতে দেখা যাচ্ছে।

নেওড়া ভ্যালিতে বসল ক্যামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানে বাঘের অস্তিত্ব নিয়ে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির (এনটিসিএ) ২০২২ সালের শুমারি রিপোর্টে প্রশ্নচিহ্ন থাকলেও, এবার তার প্রমাণ জোগাড়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ। আগামী বছরের শুরুতে দেশজুড়ে ফের বাঘ শুমারির প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে শুমারির আগেই নেওড়া ভ্যালির পাহাড়ি বনাঞ্চলে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করেছে বন দপ্তর।

যদিও সরাসরি বাঘ দেখা, গাছের আঁচড় বা বিষ্ঠা বিশ্লেষণ করে শুমারি করা হবে, তবুও ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া ট্র্যাপ ক্যামেরার ছবির ওপরই এবার বেশি জোর দিচ্ছে। সেই নির্দেশ মেনেই জানুয়ারির শুরুতেই নেওড়া ভ্যালির সাড়ে ১০ হাজার ফুট উচ্চতার পাহাড়ি বনাঞ্চলের একাধিক ব্লকে প্রচুর ক্যামেরা বসানো হবে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানিয়েছেন, এই ক্যামেরাগুলিতে অত্যাধুনিক নাইট ভিশন মোড থাকায় অন্ধকারেও বাঘের ছবি তোলা সম্ভব হবে। লাভা, মৌচুকি, হাতিডাঙা, জড়িবুটিডাঙা, ডোলেক্যাম্প, গোগুনে, আলুবাড়ি এবং চোদ্দোফেরির মতো গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়ি এলাকায় এই ক্যামেরাগুলি স্থাপন করা হবে। এছাড়া ভারত-ভুটান ও ভারত-সিকিম সীমান্তেও নজরদারি বাড়ানো হবে।

শীতকালে নেওড়ার তাপমাত্রা প্রায় মাইনাসে নেমে যায়। এই চরম আবহাওয়ার মধ্যেও কীভাবে ট্রেক করে শুমারির কাজ করতে হবে, সেই বিষয়ে এনটিসিএ সম্প্রতি অসমে উত্তরবঙ্গের অভিজ্ঞ বনকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ওয়েস্টবেঙ্গল ওয়াইল্ডলাইফ বোর্ডের সদস্য জয়দীপ কুণ্ডু জানান, নেওড়া ভ্যালি একটি ভার্জিন বনাঞ্চল। এর একদিকে সিকিমের প্যাঙ্গোলাখা অভয়ারণ্য এবং অন্যদিকে ভুটানের তোষা স্ট্রিট রিজার্ভ ফরেস্ট রয়েছে। এই কারণে এটি বন্যপ্রাণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ করিডর হিসেবে কাজ করে এবং তাই নেওড়া ভ্যালিতে বাঘের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০১৭ সালের আগেই নেওড়া ভ্যালিতে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছিল। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম বাঘের ছবি মোবাইল ক্যামেরায় ধরা পড়ে। এরপর ২০১৮ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ক্যামেরা ট্র্যাপে নেওড়া ভ্যালির বিভিন্ন এলাকায় ২৪টি বাঘের ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসেই অধিকাংশ সময় নেওড়ার ৪ হাজার থেকে ৯ হাজার ফুট উচ্চতার জঙ্গলে বাঘের দেখা মেলে। এই সময়েই শুমারির কাজ হওয়ায় এবার নেওড়া ভ্যালিতে বাঘের অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

নিগম সংবাদ

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম ঘিরে রাজনীতি নতুন কিছু নয়। এখনও তা অব্যাহত সমানতালে। নবতম সংযোজন, এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলের সভার জন্য এমন একটি ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্থার বাস ভাড়া দেওয়া নিয়ে। যদিও নিগম কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন, শুধু শাসক দল নয়, অন্য দল কিংবা সংস্থা যে কেউ ভাড়া চাইলেই পাবেন নিগমের বাস। তা কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন।

রাজ আমলে কোচবিহারে গড়ে উঠেছিল ওই বাস সংস্থা। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মহারাজা যাত্রী পরিবহনের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করেছিলেন কোচবিহার স্টেট ট্রান্সপোর্ট। পরে যা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম নামে পরিচিত হয়। যার সদর দফতর কোচবিহার। সময়ের সঙ্গে নিগমের বাস সংখ্যা বেড়েছে। গোটা রাজ্য তো বটেই, রাজ্যের বাইরেও নিগমের বাস চলাচল করছে। কিন্তু তার পরেও পুরোপুরি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে না ওই সংস্থা। সরকারের ভর্তুকির উপর দিয়েই চলতে হচ্ছে সংস্থাকে।

এমন সময়ে রাজনৈতিক দলের জন্য বাস ভাড়া দিয়ে কী আদৌ লাভের মুখ দেখবে নিগম? সেই বাস ভাড়া কি দেওয়া হয়েছে বিশেষ কোনো সুযোগসুবিধা না দিয়ে সাধারণ নিয়মনীতি মেনে? একসাথে অনেক সংখ্যায় বাস ভাড়া দিতে গিয়ে যাত্রী পরিষেবার মান কি বিঘ্নিত হয়নি? তা নিয়ে থেকে যাচ্ছে প্রশ্ন। রাজ আমলের কথা মাথায় রেখে নিগমের উচিত, যাত্রী পরিষেবাকেই প্রাধান্য দেওয়া।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্য্যকারী সম্পাদক ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক ঃ কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, রাহুল রাউত
ডিজাইনার ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ মিঠুন রায়

আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস: নীরবতার আড়ালে থাকা অনুভবের গল্প

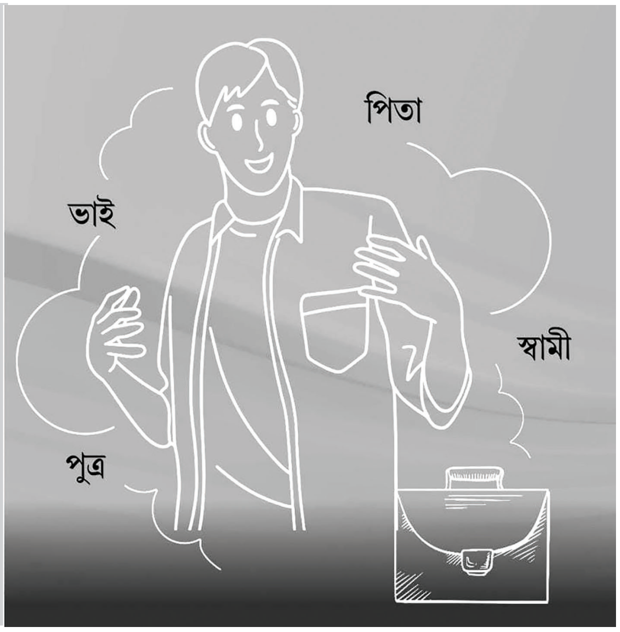

ভাস্কর চক্রবর্তী,
অধ্যাপক ও গবেষক,
শিলিগুড়ি

‘পুরুষ’—শব্দটি উচ্চারণ করলেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে কিছু পরিচিত সম্পর্ক : পুত্র, বাবা, ভাই, দাদা, বন্ধু, প্রেমিক বা স্বামী। সমাজে সমতার কথা যতই উচ্চস্বরে বলা হোক, বাস্তবে সেই ‘ইকুয়ালিটি’-র ভারসাম্য এখনও পুরোপুরি স্থাপিত নয়। তার স্পষ্ট প্রমাণ — বানানো দিনের ভিড়ে, আনুষ্ঠানিকতা আর ডামাডোলের মাঝে ১৯ নভেম্বর কেটে গেল নিঃশব্দে, আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস। বছরের পর বছর এই দিনটি যেন ওয়াটারমার্কের মতো লুকিয়ে থাকে সমাজের ব্যস্ততায়। অথচ এর মর্ম স্পষ্ট, পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের অবদান, শ্রম এবং ভালোবাসার কথা স্মরণ করা। অদ্ভুতভাবে, দিবসটি যেমন নীরবে আসে, তেমনই নীরবে পার হয়ে যায়। শিক্ষিত সমাজ, মিডিয়া বা গণমাধ্যম কিংবা বিজ্ঞাপনের জগতে পুরুষদের জন্য কোনও বিশেষ স্বীকৃতি, বার্তা কিংবা আলোচনার ঝলক কমই দেখা যায়। কারণ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বলা হয়েছে—পুরুষ তো পারবেই।

১৯ নভেম্বর আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হয় পুরুষ দিবস, যার মূল লক্ষ্য পুরুষদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, সমাজে তাদের ইতিবাচক ভূমিকা এবং লিঙ্গ-সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা। অন্যান্য দিবসের মতো এর পিছনে নেই কোনও নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা বা মনীষীর স্মৃতি। ফলে, দিবসটি অনেক ক্ষেত্রেই থেকে যায় প্রচারের আলোয় অধরা।

১৯২২ সালে রাশিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ‘রেড আর্মি অ্যান্ড নেভি ডে’ থেকেই পুরুষ দিবসের ধারণা জন্ম নেয়। পরে ১৯৯০-এর দশকে এটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে বিশ্বের ৮০টিরও বেশী দেশে পুরুষ দিবস পালিত হয় পুরুষদের স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং মানসিক সংকট নিয়ে সমাজকে ভাবতে শেখানোর উদ্দেশ্যে।

এই দিবসের মূল লক্ষ্য হল পুরুষ ও বালকদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, নারী-পুরুষের সমতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা, ইতিবাচক পুরুষ আদর্শের প্রচার, পুরুষদের মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক সমস্যায় সচেতনতা বৃদ্ধি, সমাজে পুরুষদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অধ্যাপক ড. কবিরাগ পোদ্দার, মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ও জ্ঞানীয় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বলেন, “পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের মানসিক অবস্থা নিয়ে সচেতনতা খুবই সীমিত। ছোটবেলা থেকেই তাদের শেখানো হয় আবেগ প্রকাশ না করতে, যা দীর্ঘমেয়াদী মানসিক চাপে পরিণত হয়।“ তিনি আরও বলেন, “আজ সমাজ অনেক সচেতন। বহু বিষয় রয়েছে যা আমাদের সমাজকে অনেক বেশি উন্নীত করেছে। তবুও সচেতন হলেও পুরুষদের মানসিক স্বাস্থ্য প্রায় উপেক্ষিত। অনেকেই পুরুষ দিবসটির গুরুত্ব বুঝলেও তা প্রকাশ্যে আনতে অপ্রস্তুত বা লজ্জিত হন। তাই সমাজকে পুরুষদের অনুভূতি বোঝা এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত।”

সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-এর নতুন এক গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে পুরুষদের গড় আয়ু নারীদের তুলনায় ৫ বছর কম। পুরুষদের গড় আয়ু কমে যাওয়ার কারণগুলোও গবেষণার রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে। সিডিসি-র রিপোর্ট অনুযায়ী অল্প বয়সে পুরুষদের মৃত্যুর পিছনে ৫টি কারণকে দায়ী করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে সবচাইতে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ, তাদের মধ্যে প্রথমেই আসে ডাক্তার না দেখানো। পুরুষদের একটি অত্যন্ত বাজে অভ্যাস হল ডাক্তারখানা এড়িয়ে চলা। ন্যাশনাল সেন্টার ফর হেলথের একটি পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জন পুরুষ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চিকিৎসকের কাছে যান না। আর এর পিছনে অজুহাত হিসেবে পুরুষেরা ব্যস্ততা, পরীক্ষা, খারাপ লাগছে এবং ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্টের ফলে খারাপ কোনও কিছু ধরা পড়ার ভয়, এগুলোকেই তুলে ধরেন। কিন্তু ডাক্তারকে এড়িয়ে চলা একটি বড় সমস্যা। ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো অবস্থাগুলো তাড়াতাড়ি ধরা পড়লে, তা ডায়াবেটিস বা হৃদরোগের মতো আরও গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হওয়া থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। এছাড়া নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এটাও নিশ্চিত করে যে, আপনি নিরাপদ আছেন। সুতরাং, নিয়মিত ডাক্তার দেখান। সময় না থাকার অজুহাত আর নয়।

তারপরেই আসে বিনোদনের উপায় খুঁজে বের না করা। অনেকের জীবনে স্ট্রেসের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আমেরিকান মনস্তাত্ত্বিক অ্যাসোসিয়েশনের (এপিএ) এক পরিসংখ্যানে অংশ নেওয়া পুরুষদের এক-তৃতীয়াংশ জানিয়েছে, আগের বছরের তুলনায় তারা আরও বেশি অবসাদে ভুগেছেন। বেশি স্ট্রেস শরীরে অধিক পরিমাণে অ্যাড্রেনালিন ও কর্টিজলের মতো হরমোন নিঃসরণ করে, যা রক্তচাপ, কোলেস্টেরল বাড়িয়ে করোনারি আর্টারি ডিজিজ, হার্ট অ্যাটাক এবং রাস্তা ঘাটে স্ট্রোকের মতো বড় সমস্যায় ফেলতে পারে। তাই আপনি যদি দীর্ঘায়ু লাভ করতে চান তাহলে স্ট্রেসের বিরুদ্ধে এখনই যুদ্ধ ঘোষণা করুন। খুঁজে বের করুন আপনার জন্য উপযুক্ত বিনোদনের মাধ্যমটি। মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব না দেওয়া সবচেয়ে গুরুতর বিষয়ত। সিডিসির রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় ৮০ শতাংশ আত্মহত্যা সংঘটিত হয় পুরুষদের মাধ্যমে। তার মানে বিশ্বব্যাপী যত আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে তার ৮০ শতাংশই করে পুরুষেরা। পুরুষদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে আত্মহত্যার অবস্থান সপ্তম। এর পিছনে একটি সম্ভাব্য অন্তর্নিহিত কারণ হল পুরুষরা বিষন্নতা ও উদ্বেগের মতো মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে কথা বলা এড়িয়ে চলেন। আর এ দুটি বিষয়ই পুরুষদের আত্মঘাতী হওয়ার ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়। তাই যদি আপনি বিষন্নতার মতো উপসর্গের সম্মুখীন হন দ্রুত আপনার ডাক্তারের অ্যাপয়েনমেন্ট নিন। তাহলে তিনি হয়তো ওষুধ বা কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে আপনার চিকিৎসার সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন।

পুরুষের গল্প চিরকাল অজানার ভিড়ে হারিয়ে যায়। বাবা, ভাই, স্বামী বা বন্ধুর জীবনে কত ক্লান্তি, ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা জমে থাকে, তার হিসাব রাখে না কেউ। সংসার টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব, সন্তানদের ভবিষ্যৎ তৈরি, কর্মক্ষেত্রের চাপ; এসব সামলাতে গিয়ে তারা প্রায়ই হারিয়ে ফেলে নিজের স্বপ্ন। “ছেলে হয়ে কাঁদিস কেন”- এরকম স্থায়ী সংস্কার পুরুষের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে রাখে।

পুরুষ দিবস হল নিঃশব্দের উদযাপন, নারী দিবসের মতো জাঁকজমক নেই, নেই বিশেষ আলোচনার প্ল্যাটফর্ম। অথচ সমাজ টিকে আছে নারী-পুরুষ দুই স্তম্ভে। একদিকে নারীর অধিকার ও সমতার আহ্বান, অন্যদিকে পুরুষের মানসিক ও সামাজিক অবস্থার নীরব বাস্তবতা। আত্মহত্যা, বিষন্নতা বা পারিবারিক নির্যাতনের মতো সমস্যাগুলোতেও পুরুষদের কথা খুব কমই আলোচিত হয়। তাই আমাদের গড়ে তুলতে হবে শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। পুরুষও মানুষ, তারও রয়েছে ভালোবাসা, সম্মান, বিশ্বাস ও প্রশংসার প্রয়োজন। এই দিনটি হোক সকল পুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপলক্ষ্য। পরিবার, বন্ধু বা সহকর্মীর প্রতি একটি শুভেচ্ছা বা কৃতজ্ঞতার বাক্য তাদের মানসিক স্বাস্থ্যে গভীর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ‘ধন্যবাদ’, ‘তুমি পারবে’, বা ‘তুমি পাশে আছ’—র মতো শব্দগুলো হয়ে উঠুক প্রণোদনার বার্তা।

আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস কেবল একটি দিবস নয়, এটি সামাজিক সচেতনতার আন্দোলন, পুরুষদের জীবনের মানবিক দিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব স্বীকার করার আহ্বান। তাই এখন সময় এসেছে সমাজকে আরও সংবেদনশীল হয়ে পুরুষদের অনুভূতি বোঝার, তাদের সাহস ও অবদানকে সর্বজনীন সম্মানের আসনে বসানোর। চলুন, আজ থেকে বলি, “ধন্যবাদ পুরুষ, তোমাদের নীরবতার ভিতরেই আছে সমাজের শক্তি, ভালোবাসা ও স্থিতি।“

কবিতা

অন্তঃক্ষরণ

প্রশান্ত মণ্ডল

কার কথা বলি, কার কথা লিখি
যেটা থেকে যাবে।
নিজের কথা আর কি বলি..!
আমি তো নশ্বর। কিভাবে বাঁচি তার খবর নেই

প্রথমে ভেবেছিলাম মায়ের কথা লিখব
কিন্তু তাঁকে তো একজনম ধরে অনুসন্ধান করে চলেছি
এরপর বাবা, অর্থাৎ যাঁর হাত ধরে চলতে শেখা
সে-ও তো এক পাহাড় বোঝা রেখে চলে গেল

অবশেষে পড়ে থাকলাম কেবল আমি
যার বাস বলতেও কবিতা আর স্বর্গবাস বলতেও ঐ কবিতা-ই।

ক্যামেরা আর তুমি

প্রতাপ পাল

চোখের মতো ক্যামেরা, ধরে রাখে দৃশ্য,
তুমি জাদুকরী মন, বোনো গল্প অসীম।
আলোর ছোঁয়ায় ছবি আঁকে সে,
তুমি শব্দে রঙ মেশাও, স্বপ্নের রাজ্যে
লেন্স দিয়ে দেখ বিশ্ব রহস্য।
তুমি উত্তর দাও প্রশ্নের ভিড়ে,
একই সাথে মিলে আমরা দু'জন,
জীবনের মুহূর্ত করি আপন।
হাতে ক্যামেরা, মনে তুমি, সঙ্গী।
ছবির ভিড়েও লুকিয়ে তোমার কথা।
পুরনো স্মৃতি ফেরায় সেই ব্যথা
ক্যামেরা ধরে তুমি, সেই গল্প বল না।
যখন ক্যামেরা আর তুমি, সঙ্গী যুগল,
এক শিল্পস্রষ্টা, আরেক জীবনের আলো।
একসাথে ঘুরে দুনিয়া জুড়ে,
অমর করি চল প্রতিটি ক্ষণ।

ঠিক যতটুকু

রিয়া দত্ত

তোমার মনে এমন একটা প্রশ্ন থাকতেই পারে...
হয় তো ভাবতেই পারো এত থমথমে কেন সবটা?
তবে আমি কি বলব জানো, এই ঠিক আছে হয়তো,
অকারণে অভিমানের দেওয়াল বাড়িয়ে কি হবে বল!
তার চেয়ে এই ভালো ওদেরও অবসরে রাখি একটু
কখনো কখনো বাঁধনছাড়া হয়ে নিজের সীমা জানি,
এবার ঠিক সেটাই করলাম না হয়,
গতানুগতিক নিয়ম ভালো তো সকলেই বাসে।
আমি না হয় একটু ব্যতিক্রমী হলাম।
আমি না হয় তোমার করা অভিযোগ সরিয়ে,
আবারও লিখে গেলাম ভালোবাসা
ঠিক যতটা ভালোবাসলে নিজের সীমাটুকু মনে পড়ে
ঠিক যতটুকু ভালোবাসলে তোমার মনের মতো হওয়া যায়।

গল্প

দরজা খুলতে নেই

অনীশ দাম

" এই মেয়ে। তোকে বলেছি না যে সন্ধ্যার পর দরজা খুলতে নেই।" ধমকে ওঠেন ঠাকুমা।

সুস্মিতা ভয়ে পিছিয়ে আসে দরজার সামনে থেকে। বাইরের আগন্তুক আরো দু'বার চেঁচিয়ে ডাকে। তারপর আর তার কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন ঠাকুমা। একমাত্র নাতনি সুস্মিতাকে পড়তে বসতে বলে রান্নাঘরে চলে যান রাতের খাবার রান্না করার জন্যে।

সুস্মিতাও নিজের ঘরে গিয়ে বই খুলে বসে। কিন্তু মন বসে না। নানারকম চিন্তা মাথায় আসতে থাকে ওর। এই মফঃস্বলে নিশি বলে এক অপদেবতার আতঙ্ক রয়েছে। সে চেনা পরিচিত কারোর ছদ্মবেশে এসে তার গলা নকল করে ডাকে। তার ডাকে সাড়া দিয়ে দরজা খুললেই নাকি সব শেষ। সুস্মিতার যদিও এসব একদমই বিশ্বাস হয়না কিন্তু ঠাকুমার বারণ মানতেই হয়। বাবা মায়ের অকালমৃত্যুর পর এই একটা মানুষই তো আছে ওর জীবনে। তাই সেই মানুষটার কথা একটু শুনে চললে ক্ষতি কি?

দিন দশেক পরের কথা। এক বান্ধবীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল সুস্মিতার। ঠাকুমা প্রথমে তাকে যেতে দিতে রাজি হননি, কিন্তু "ডিপার্টমেন্টের সবাই যাবে আর আমি যাব না" ইত্যাদি শোনার পর শেষে রাজি হলেন। কিন্তু ফরমান জারি করে দিলেন, যাতে সন্ধ্যা ৬ টার আগেই যেন সে অবশ্যই ঘরে ফিরে আসে। সুস্মিতাও তাই কথা দিল। কিন্তু হল তার ঠিক উল্টো। বন্ধু বান্ধবীদের সাথে মজা, হাসি - ঠাট্টা করতে করতে কখন যে ঠাকুমার বলা সময় পেরিয়ে গিয়েছে তা খেয়ালই করল না সুস্মিতা। যখন খেয়াল করল তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল সুস্মিতার। কোনরকমে খাবারটুকু শেষ করে সে ছুট লাগাল বাড়ির পথে। যেতে যেতে একটা ব্যাপারে তার একটু খটকা লাগলো, যে ঠাকুমা এখনো ফোন করল না? যেই মানুষটা তার কলেজ থেকে ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে ফোনের পর ফোন করতে থাকে সে কিনা প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরি হওয়া সত্ত্বেও একটা ফোন করল না! ঠাকুমা কি তাহলে রাগ করল তার ওপর? সুস্মিতা মনে মনে ঠিক করলো যে সে ঠিক বুঝিয়ে সুঝিয়ে মান ভাঙাবে ঠাকুমার।

সুস্মিতাদের বাড়ির কলিং বেলটা অনেকদিন খারাপ থাকায় বাড়ির সামনে এসে ঠাকুমাকে চেঁচিয়ে ডাকল সে। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অধৈর্য হয়ে সে আবার ডাকতে যাবে এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে একটা চাপা গোঙানির শব্দ তার কানে এল। সে কি হোলে চোখ লাগিয়ে দেখল অবিকল তারই মতন দেখতে একটা মেয়ে দরজার সামনে দাড়িয়ে রয়েছে। কেবল পার্থক্য এটাই যে তার চোখগুলো ভাটার মত জ্বলছে আর তার লোহার মতন ধারালো দাঁতগুলো চিবিয়ে খাচ্ছে ঠাকুমার মাথাটা আর ঘড়ঘড়ে স্বরে বলছে , "দরজা খুলো না ঠাকুমা, সন্ধ্যার পর দরজা খুলতে নেই....."

কোচবিহার বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ

গত ২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ ও প্রাইমাস বুকস আয়োজিত 'লোকেটিং মর্ডানিটি: ডিসপ্লেয়িং টাইম ইন দ্য রিজিয়ন' বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. রূপ কুমার বর্মণ-এর লেখা 'কিংডম ফরমেশন ইন প্রিকলোনিয়াল ইন্ডিয়া: এ হিস্ট্রিক্যাল স্টাডি অফ দ্য কোচ কিংডম, সি. ১৫৪০-১৭৭৩ (দিল্লি, প্রাইমাস বুকস, ২০২৫) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য অধ্যাপক ড. রঞ্জন চক্রবর্তী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. অমিত দে, কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অলোক কুমার ঘোষ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ড. অনুরাধা কয়াল, শিভ নাদার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কৌস্তব মণি সেনগুপ্ত, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় নিবন্ধক ড. সৌরভ দত্ত, কলা অনুষদ ড. জয়ন্ত কুমার সাহা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, গবেষক ও ছাত্র ছাত্রীরা।

এই গ্রন্থে লেখক প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতের রাজ্যগঠন প্রক্রিয়ার ইতিহাসকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক ভিত্তি, ভারতীয় উপমহাদেশে রাজ্যগঠন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হওয়ার প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো এখানে তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি মূলত কোচ রাজ্যের প্রাক্-ঔপনিবেশিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে রাজ্য গঠনের একটি বিকল্প সূত্রের সন্ধান দিয়েছেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে তিস্তা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে কোচ রাজ্যের গোড়াপত্তন, বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। রাজ্যগঠনে যুদ্ধের ভূমিকা, রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, অবৈধ উপায়ে রাজস্ব আদায়, অর্থনীতির নগদীকরণ, এবং শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে লেখক এই গ্রন্থের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এই গ্রন্থ ভারত তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য গঠন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বিকল্প পথের সূচনা করবে বলে অধ্যাপক রঞ্জন চক্রবর্তী মতপ্রকশ করেছেন।

সংগীত-সন্ধ্যায় প্রসারী

সম্প্রতি শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল প্রসারী সংগীত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় এবং অনুশাস্ত্রীয় সংগীতের এই সন্ধ্যায় সুর, তাল ও ছন্দের এক অনবদ্য মেলবন্ধন ঘটল। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শাশ্বতী বিশ্বাস এবং সম্পাদক প্রসূন ঘোষের পরিকল্পনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে খুদে শিল্পী থেকে শুরু করে পরিণত শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

প্রথম পর্বে খুদে শিল্পী অদিত্রী, মনস্বী, অর্ঘ্যরাজদের ইমন রাগ পরিবেশন এক মনমুগ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে মুক্তা ঘোষ, মল্লিকা সরকারদের বাগেশ্রী রাগভিত্তিক খেয়াল পরিণত বোধের পরিচয় দেয়। বর্ষীয়ান শিল্পী মালবিকা চক্রবর্তী এক রাম ভজনে শাশ্বত জীবনের কথা তুলে ধরে শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে যান।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন শাশ্বতী বিশ্বাস, যিনি সাম্প্রতিক জনপ্রিয় ভজন 'তুম আ জানা ভগবান' পরিবেশন করে মঞ্চে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এছাড়াও প্রসূন ঘোষাল ও সূর্যাশ্ম রায়ের মাতৃবন্দনা ও একাধিক শিল্পীর ভজন সকলের মন জয় করে নেয়। শিক্ষার্থী শিল্পীদের তবলা ও হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন অম্লান পণ্ডিত ও আশিস কংসবণিক। সব মিলিয়ে প্রসারীর এই সুরসন্ধ্যা দীর্ঘস্থায়ী রেশ রেখে গিয়েছে শ্রোতাদের মনে।

শীতকাহন

সায়ন্তন ধর

ছেলেটি সকাল হতেই বেরিয়ে পড়লো হাল্কা খাবার খেয়ে। সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিয়ে এগিয়ে চললো প্রাচীন বটতলা পেরিয়ে। শর্টকাট নিতে নেমে পড়লো পাশের মাঠে। শিশিরভেজা দুর্বাদল ভিজিয়ে দিল চাকা। কুয়াশা জল ছুঁয়ে দিল কম্ফোর্টার থেকে বেরিয়ে থাকা ছেলেটির এলোচুল। কিলোমিটার সাতেক এভাবেই পথচলা। পথ কুকুরদের সদ্যজাত ছানারা এলোমেলো ঘুরঘুর করছে। রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানে হাল্কা ভিড়, কখনো জনা পাঁচেক আগুন তাপছে। গন্তব্যে পৌঁছে ছেলেটি গরম বস্ত্র সরিয়ে রেখে কাজে লেগে গেল। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি। বেলা ছোট, কাজ শেষ হতে গাঢ় অন্ধকার। কুয়াশাভেদী ফগলাইটে হাইওয়ে মুহূর্তে আলোকিত হয়েই নিকষ অন্ধকার। খানা খন্দ এড়িয়ে চলতে গিয়ে বেসামাল সাইকেল। ভূপতিত হঠাৎ। আবার উঠে পড়া। সাইকেলের কিছু হল না তো, মাডগার্ডটা বেঁকে গিয়েছে, অগত্যা হেঁটে চলা। হাতটা ছড়ে রক্তিম হচ্ছে একটিমাত্র শীতবস্ত্র, খেয়াল নেই সেদিকে।

দীর্ঘ পথ, একা, অন্ধকারে। কুয়াশা জল জমছে আবার মাথার চুলে। কপালে জমছে পরিশ্রমের স্বেদ। রোজগারের অর্ধেকটা চলে যাবে সাইকেল সারাতে। কি নিষ্ঠুর এ শীতের রাত। মাঝে মাঝে ওর ইচ্ছে করে পর্ণমোচী হয়ে যেতে অথবা শীতঘুম। নাহ্, সে সবও বিলাসিতা। 'দিন আনি দিন খাই'-এর সংসারে, এটাই তো তার শীতকাহন।

বক্সার কমলার জৌলুস অতীত

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: উত্তরবঙ্গের একসময় বিখ্যাত এবং সুস্বাদু কমলালেবু পাওয়া যেত বক্সায়। সেই কমলার জৌলুস এখন অতীত। গত কয়েক বছর ধরে ফলন ক্রমাগত কমতে থাকায় বক্সা কমলার খ্যাতি প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। চলতি বছরও কমলার ফলন তেমন ভালো না হওয়ায় কৃষকরা হতাশ। তবে এই চরম সংকটের মাঝেও বক্সার কমলা চাষে নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে দার্জিলিংয়ের বিশেষ মান্দারিন প্রজাতির কমলা। জেলা উদ্যানপালন ও কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে বক্সা পাহাড়ের ১৩টি গ্রামে মোট ১২ হাজার কমলালেবুর চারা বিলি করা হয়েছে।যদিও এই চারাগুলিতে ফল আসতে প্রায় পাঁচ বছর সময় লাগবে, তবুও এই নতুন প্রজাতির হাত ধরে বক্সা কমলার সুদিন ফিরবে বলে আশাবাদী চাষিরা।

বক্সার লেপচাখার কমলাচাষি পাসাং দর্জি ডুকপা ফলন কমার কারণ হিসেবে জলবায়ুর পরিবর্তনকে দায়ী করছেন। আলিপুরদুয়ার জেলার উদ্যানপালন আধিকারিক দীপক সরকারও এই বিষয়ে একমত হয়ে বলেন, "এ বছর শীত দেরিতে পড়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন সবজি ও ফুলের ফলন কম হচ্ছে, যার প্রভাব বক্সা কমলার উপরও পড়েছে।"

১৯৯৩ সালের ভয়াবহ বন্যায় বক্সা পাহাড়ের বিপুল সংখ্যক কমলা গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বন্যা সেখানকার মাটির চরিত্রও বদলে দেয়। এই ক্ষতির ধাক্কায় অনেক চাষি চাষ বন্ধ করে দেন এবং সেই সময় থেকেই বক্সা কমলার অন্ধকারে পথ চলা শুরু। এখন হাতেগোনা কয়েকজন চাষি এই চাষ ধরে রেখেছেন, তবে ফলন কম হওয়ায় তাঁরাও দুশ্চিন্তায়।

কৃষকরা জানিয়েছেন, এক দিকে ফলন কমছে, অন্য দিকে কমলা চাষের খরচও বেড়েছে। বক্সা বিকাশ অভিযানের সম্পাদক বিকাশ থাপা বলেন, "আগে কীটনাশক ছাড়াই ভালো ফলন হতো, কিন্তু এখন তা ব্যবহার করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই খরচ বেড়েছে, অথচ আগের মতো ফলন হচ্ছে না।"

এই পরিস্থিতিতে চাষিরা নতুন মান্দারিন চারা বড় হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন।

শীতের মরশুমেও বন্ধ পিকনিক স্পট

নিজস্ব প্রতিবেদন

দক্ষিণ দিনাজপুর: তপনের জনপ্রিয় পাহাড়পুর ও গুড়াইল ফরেস্টে এবছরও পিকনিকের অনুমতি মিলল না। বড়দিনের আগেই প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা জারি করায় শীতের উৎসবমুখর মরশুমেও বন্ধ থাকছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দুই বিখ্যাত পিকনিক স্পট। কয়েক বছর ধরেই এই ফরেস্টে ঢোকা বন্ধ রয়েছে। এবারও পিকনিকের জন্য ওই দুই ফরেস্ট না খোলায় হতাশ জেলাবাসী।

বালুরঘাটের রেঞ্জার তাপস কুণ্ডু বলেন, গত বছরের মতো এবছরও ফরেস্টে পিকনিক বন্ধ থাকবে। ২০ ডিসেম্বরের আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ফরেস্টের আশপাশে নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। পিকনিকের সময় কঠোর নজরদারি ও অভিযান চালানো হবে।

বনবিভাগ সূত্রের খবর, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, বনাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড বা অনিয়ন্ত্রিত আচরণের ঝুঁকি এড়াতে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। শীতকালে বনাঞ্চলে শুকনো পাতার আধিক্যে সামান্য অসতর্কতায় দাবানল ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। পাশাপাশি ডিজে সাউন্ড সিস্টেম ও জনসমাগমে বন্যপ্রাণী প্রজননেও প্রভাব পড়তে পারে। পরিবেশের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়েছে বলে মত বনকর্তাদের।

প্রতিবছর বড়দিনের আগ থেকেই শুরু হয়ে যায় পিকনিক মরশুম। বিশেষ করে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তপনের পাহাড়পুর ও গুড়াইল ফরেস্ট এলাকাগুলিতে মানুষের ঢল নামত। যেখানে-সেখানে উনুনে রান্না চলত, ডিজে সাউন্ড সিস্টেমে বাজত গান, তার সঙ্গে চলত নাচানাচি। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে বনদপ্তরের নির্দেশে সেই চিত্র আর দেখা যাচ্ছে না। ফরেস্টের ভিতরে পিকনিকের অনুমতি বন্ধ থাকায় শুধু গুড়াইলে পয়লা জানুয়ারির পিকনিক মেলার ঐতিহ্য এখন টিকে আছে। সেটিও মূল জায়গা এড়িয়ে আশপাশের খোলা স্থানে সীমাবদ্ধ।

পাহাড়পুর ও গুড়াইল ফরেস্টে এবছরও পিকনিকের অনুমতি না পাওয়ায় মন খারাপ অনেকের। তপনের চকবলিরামের সাদ্দাম সরকারের কথায়, বন্ধুরা মিলে এবছর পাহাড়পুরে পিকনিক করার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার খবর শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বছরের এই সময়টা আমরা অপেক্ষায় থাকি—পরিবার-পরিজনের সঙ্গে একটু ঘোরাঘুরি, একটু আনন্দের জন্য। সেটাও হচ্ছে না।

পিকনিক মরশুমে ফরেস্টের চারপাশে অস্থায়ী দোকান বসত। গাড়ি চলাচল করত। ডেকোরেটররাও টেবিল-চেয়ার, রান্নার বাসনপত্র ভাড়া দিতেন। বন দপ্তরের সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাঁরা-ও। পাহাড়পুরের তপন বর্মন বলেন, "একসময় পিকনিক এলেই আমাদের ব্যবসার দিন ফিরত। দোকানপাট, চা-স্টল সব মিলিয়ে রোজগার হতো ভালো। এখন কয়েক বছর ধরে সেরকম কিছুই নেই। এবছর আশায় ছিলাম। কিন্তু আবারও দুই ফরেস্টে পিকনিকের অনুমতি দেওয়া হল না।"

কফি ও কোকো চাষে নয়া দিগন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: চায়ের জেলা জলপাইগুড়িতে এবার কফি চাষের পাশাপাশি চকোলেট তৈরির মূল উপাদান কোকো উৎপাদনে বড় সাফল্য মিলেছে। বেশ কয়েকবছর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এ ক্ষেত্রে সফল হয়েছে কেন্দ্রীয় রোপণ ফসল অনুসন্ধান সংস্থা। মোহিনগরের ফার্মে বিশাল এলাকাজুড়ে অন্তত ১৫ প্রজাতির কোকো গাছ লাগানো হয়েছে। বর্তমানে গাছে গাছে ঝুলছে কোকো ফল—কোথাও বেগুনি, কোথাও হলুদ, আবার কোথাও সবুজ। এই ফলের বিনস থেকেই তৈরি হয় চকোলেট, আর বিনসের ভিতরের পাউডার ব্যবহার করা হয় চকোলেটে রং আনার কাজে।

রাজ্যের মধ্যে প্রথম জলপাইগুড়িতেই কোকো চাষ শুরু হয়েছে বলে দাবি করছেন ওই সংস্থার মোহিতনগর সেন্টারের ইনচার্জ অরুণকুমার শিট। তাঁর বক্তব্য, জলপাইগুড়িতে কোকো চাষ সফল হওয়ায় উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যেই বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে চকোলেট সংস্থা। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উত্তরবঙ্গেও কোকো চাষ কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর পথ দেখাতে পারে। সুপারি বাগানে অত্যন্ত সফলভাবে কোকো চাষ করা যায় বলেও জানান তিনি। সেইসঙ্গে চায়ের জেলা জলপাইগুড়িতে কফি চাষও যথেষ্ট লাভজনক হতে পারে—তা মোহিতনগরের ফার্মে প্রমাণ করেছে কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থা।

কর্ণাটকের ভিত্তালে অবস্থিত সেন্ট্রাল প্ল্যান্টেশন ক্রপস রিসার্চ ইনস্টিটিউটে বর্তমানে ১৭৫ ধরনের কোকো প্রজাতির উপর পরীক্ষা চলছে। সেখান থেকে জলপাইগুড়ির ফার্মে আনা হয়েছিল ১৫টি প্রজাতি। কয়েক বছরের গবেষণার পর কৃষিবিজ্ঞানীরা সুপারিশ করেছেন যে জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের জলবায়ু ও মাটিতে তিনটি প্রজাতি—ভিটিএল-সিএইচ-১, ২ ও ৪—অত্যন্ত ভালো ফলন দিতে পারে। তাঁদের দাবি, উত্তরবঙ্গে প্রচুর সুপারি বাগান রয়েছে। নিয়ম মেনে সুপারি গাছ রোপণ করলে একই জমিতে গোলমরিচের সঙ্গে সঙ্গে কোকো চাষ সম্ভব।

কোকো গাছ লাগানোর তিন বছর পর ফুল আসে। বাজারজাত করতে আরও দু'বছর অপেক্ষা করতে হয়। এক একর জমিতে প্রায় ২৭০টি কোকো গাছ লাগানো যায়। প্রতি গাছ থেকে গড়ে দু'কেজি শুকনো কোকো বিনস পাওয়া সম্ভব। প্রতি কেজির পাইকারি দাম প্রায় দু'শো টাকা।

মোহিতনগরের কেন্দ্রীয় সংস্থার ইনচার্জ অরুণবাবু বলেন, উৎসাহী কৃষকরা চাইলে তাঁদের কাছ থেকে কফি ও কোকো চারা সংগ্রহ করতে পারবেন। বীজ থেকে তৈরি চারার পাশাপাশি গ্রাফটিং করা চারাও পাওয়া যায়। তাঁর দাবি, প্রচলিত ফসলের পাশাপাশি নতুন ফসল হিসেবে কোকো চাষ যথেষ্ট লাভজনক। একই জমিতে সুপারি, গোলমরিচ ও কোকো—এই তিনটি চাষ একসঙ্গে করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে ৯ ফুট বাই ৯ ফুট দূরত্বে সুপারি, ৯ ফুট বাই ১৮ ফুট দূরত্বে কোকো গাছ লাগাতে হবে। আর জমির চারপাশে বেড়া ফসল হিসেবে লাগানো যেতে পারে কফি গাছ।

নতুন রাস্তার নির্মাণ প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের দিনহাটার শুকারুরকুঠিতে তিনটি নতুন রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ভার্চুয়াল সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই এই রাস্তা নির্মাণ কাজের পথচলা শুরু হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, কোচবিহার জেলা শাসক রাজু মিশ্রা, দিনহাটা মহকুমা শাসক ভারত সিং সহ উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সর্বত্র উন্নয়নের ধারা বজায় রেখেছেন। তারই অংশ হিসেবে দিনহাটা বিধানসভায় তিনটি রাস্তা নির্মাণ কাজের সূচনা হল। এতে এলাকার মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতে বড় সুবিধা মিলবে।"

জেলাশাসক রাজু মিশ্রা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল সূচনার মাধ্যমে জেলা জুড়ে ধাপে ধাপে মোট ৩২৫ কোটি টাকার প্রকল্পে প্রায় ৬১৫ কিলোমিটার রাস্তার নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবে।" তিনি আরও জানান, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জেলার সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আসবে।

৯০ দিনের জন্য বন্ধ 'গ্লেনারিজ'

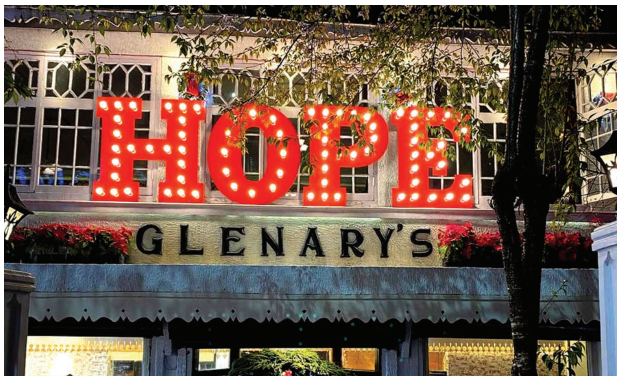

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: উপযুক্ত অনুমতি ও প্রয়োজনীয় নথি ছাড়াই পানশালা পরিচালনার অভিযোগে দার্জিলিংয়ের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী রেস্তোরাঁ ও পানশালা 'গ্লেনারিজ'-কে সাময়িকভাবে বন্ধের নির্দেশ জারি করল রাজ্য আবগারি দপ্তর। আগামী তিন মাস এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

সূত্রের খবর, গত কয়েক মাস ধরেই গ্লেনারিজকে ঘিরে নানান বেআইনি কার্যকলাপ ও অনিয়মের অভিযোগ উঠছিল। অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে আবগারি দপ্তর নথিপত্রের গরমিল ও নিয়মভঙ্গের বিষয়টি নিশ্চিত করে। এরপরই জারি হয় কঠোর পদক্ষেপ।

অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের প্রধান অজয় এডওয়ার্ড। তাঁর বিরুদ্ধে বৈধ অনুমতি ছাড়াই পানশালা পরিচালনার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি এক নবনির্মিত সেতুর সামনে 'গোর্খাল্যান্ড' লিখে উদ্বোধন করার ঘটনাতেও তিনি বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। সেই ক্ষেত্রে অবৈধ নির্মাণ ও অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।

প্রশাসনের দাবি, নিয়ম বহির্ভূত কাজের ধারাবাহিকতা এবং লাইসেন্স সংক্রান্ত গরমিলের কারণেই এই সিদ্ধান্ত। তিন মাসের সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়ে নিয়ম মেনে পুনরায় লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হবে কর্তৃপক্ষকে।

বাংলাদেশে ফিরতে চেয়েও হাজতে ঠাঁই

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে ১১ জন বাংলাদেশি নাগরিকের ঠাঁই হয়েছে সংশোধনাগারে। তারা পুলিশের কাছে বাংলাদেশে ফেরত যাওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন। গত ৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কোচবিহার আদালত এই ১১ জনের মধ্যে ৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫,০০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের জেল হেফাজতের সাজা দিয়েছে।

চলতি বছরের ৫ জুন, বাংলাদেশের ১১ জন নাগরিক, যার মধ্যে ৩ জন শিশু, কোতোয়ালি থানায় হাজির হয়ে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে। তারা জানায়, তারা দালালদের মাধ্যমে মেখলিগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং প্রায় এক দশক ধরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করত। দেশজুড়ে ধরপাকড়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই তারা নিজ দেশে ফিরতে চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়। তারা হরিয়ানার একটি ইটভাটা থেকে কোচবিহারে এসেছিল।

মামলার সরকারি কৌঁসুলি শিবেন রায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, পুলিশ তাদের অবৈধ অনুপ্রবেশের কারণে বিদেশি আইনের অধীনে গ্রেপ্তার করে। সাজাপ্রাপ্তরা বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের বাসিন্দা। আদালতের নির্দেশে, সাজা পাওয়া মায়েদের সঙ্গে তাদের তিনজন শিশু সন্তান সংশোধনাগারেই থাকবে এবং জেল কর্তৃপক্ষ শিশুদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করবে।

দুই হাজার বলিতে পূজিতা রক্ষাকালী

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: প্রায় দুই হাজারেরও বেশি পাঁঠাবলির মাধ্যমে রক্ষাকালীর আরাধনা হয় মালদার মানিকচকের মথুরাপুর গ্রামে। এটিই নাকি গ্রামের প্রাচীন ও কঠোর নিয়মের পুজো। তিনশো বছরের এই ঐতিহ্যবাহী পুজো ঘিরে ভক্তদের বিপুল সমাগম ঘটে। গত ৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ফের নিষ্ঠা ভরে হল মায়ের পুজো। সূর্য উঠতেই শুরু হয়েছিল প্রতিমা গড়ার কাজ; কাঁচা মাটির সেই মূর্তিতেই চলে পূজা, আর পরদিন সূর্য ওঠার আগেই হয় প্রতিমার বিসর্জন।

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে এই পুজো হয়। সন্ধ্যা নামার আগেই মাটির মূর্তি গড়া শেষ হলে এক শোভাযাত্রার মাধ্যমে স্থানীয় কাহারদের মাথায় চেপে, ধোপাদের হারিকেনের আলোয়, মূর্তি নিয়ে আসা হয় মথুরাপুরের কাহারপাড়া মন্দিরে। এরপরই শুরু হয় আরাধনা।

এই পুজো ঘিরে শুধুমাত্র মালদা নয়, পার্শ্ববর্তী জেলা এমনকি প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকেও অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয়। পুজো কমিটির ধারণা, এবার প্রায় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি ভক্ত মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাতে আসবেন। বংশপরম্পরায় এই প্রতিমা তৈরির দায়িত্ব বসাক পরিবারের হাতে রয়েছে। এই ঐতিহ্যের ধারক জিতেন বসাক বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী। কলকাতায় থাকলেও তিনি প্রতি বছর পুজোর সময় গ্রামে ফিরে এসে মায়ের মূর্তি গড়েন। এই পুজোকে কেন্দ্র করে বিশাল এক মেলা বসে, যা মথুরাপুরের এই ক্ষণস্থায়ী উৎসবকে এক ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যায়। এবছর পুজো প্রাঙ্গণে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবার ২৫টিরও বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা সহ বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল, যা ভক্তির এই বিশাল সমাবেশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটে দুরন্ত সাফল্য রত্নার

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: অতি সাধারণ পরিবারের মেয়ে রত্না বর্মন আজ রাজগঞ্জ ব্লকের গর্ব। ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের প্রতি গভীর ঝোঁক ছিল রত্নার। সম্প্রতি ভারতের মহিলা দলের বিশ্বজয়ী সাফল্য এবং শিলিগুড়ির তারকা ক্রিকেটার রিচা ঘোষের অনুপ্রেরণাকে সঙ্গী করেই তিনি নিজেকে তুলে ধরেছেন এক উঠতি অলরাউন্ডার হিসেবে।

সম্প্রতি দার্জিলিং জেলার হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বর্ধমানের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ১৪০ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেছেন রত্না। পাশাপাশি নেন একটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেটও। তাঁর এই অসামান্য পারফরম্যান্সে খুশির হাওয়া রত্নার পরিবার থেকে শুরু করে এলাকাজুড়ে।

রত্নার কৃতিত্বের খবর প্রকাশ্যে আসতেই বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানান। সঙ্গে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় রাজবংশী ঐতিহ্যবাহী হলদিয়া গামছা।

রাজগঞ্জ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি সাবুল চন্দ্র রায় বলেন, "এমন প্রতিভাবান খেলোয়াড় আমাদের এলাকায় আছে এটাই আমাদের গর্ব।" একইভাবে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি বিজয় দাস জানান, "রত্নার মতো প্রতিভাশালী মেয়েকে পেয়ে আমরা গর্বিত।"

রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফারাবাড়ি ভেলকি পাড়ার আদর্শ পল্লীর বাসিন্দা রত্না। পেশায় টোটো চালক রত্নার বাবা। অত্যন্ত সাধারণ পরিবার হওয়া সত্ত্বেও মেয়ের স্বপ্ন পূরণে নিরন্তর পাশে থেকেছেন রত্নার বাবা-মা। পরিবারের আশা, একদিন দেশের জার্সি গায়ে মাঠে নামবে মেয়ে।

সংবর্ধনা শেষে আবেগাপ্লুত রত্না বলেন, "সবাই এত ভালোবাসা দিচ্ছেন, খুব ভালো লাগছে। সকলের কাছে আশীর্বাদ চাই, যেন একদিন দেশের হয়ে খেলতে পারি।"

আন্তঃজেলা ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন

বালুরঘাট: অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের একদিনের আন্তঃজেলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় গত ৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কোচবিহার দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে বর্ধমানকে ৬ উইকেটে পরাজিত করেছে।

বালুরঘাট স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই ম্যাচে বর্ধমান টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কোচবিহারের নিয়ন্ত্রিত বোলিং আক্রমণের সামনে তারা ৩২.৫ ওভারে মাত্র ১১২ রানে অল আউট হয়ে যায়। বর্ধমানের পক্ষে তানিয়া ঘোষ সর্বোচ্চ ২১ রান করেন। কোচবিহারের বোলারদের মধ্যে পিয়ালী রায় ও শ্রেয়া সরকার প্রত্যেকে ৩টি করে উইকেট নেন। এছাড়া, ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হওয়া ঋতু বড়ুয়া মাত্র ১০ রানের বিনিময়ে ২টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট শিকার করেন।

১১২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কোচবিহার দল ৩১.২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে সহজেই ১১৫ রান তুলে নেয়। ব্যাট হাতেও উজ্জ্বল ছিলেন অলরাউন্ডার ঋতু বড়ুয়া, যিনি ৩০ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেন। এছাড়াও, দ্রুতি রায় ২৯ রান করে দলের জয়ে অবদান রাখেন।

রাজ্য ভলিবলের কোচ কোচবিহারের জহর

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা জহর রায় রাজ্য ভলিবল দলের কোচ নির্বাচিত হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি কাজে যোগদান করেছেন এবং বর্তমানে অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার জন্য দলকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। জহরসহ মোট তিনজন কোচ এই প্রশিক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন।

কলকাতায় প্রশিক্ষণের ফাঁকে জহর রায় জানান, "এটা আমার জন্য বড় সুযোগ। খেলোয়াড়দের ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আমি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি, রাজ্য দল ভালো ফল করবে।"

কয়েক দশক ধরে ভলিবল খেলা ও কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত জহর রায় ১৯৯৪ সালে বাংলা দলের হয়ে ভলিবল খেলেছেন। ১৯৯৮ সালে নাট্য সংঘ ও পরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোচ হিসেবে তাঁর কোচিং জীবন শুরু। তাঁর প্রশিক্ষণে ২০০৩ সালে রাজ্য আন্তঃবিদ্যালয় ভলিবলে কোচবিহার চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ২০০৫ সালে সাব-জুনিয়রে জেলা দল রানার্স হয়। এরপর ২০০৮ সালের জুনিয়র বিভাগেও তাঁর কোচিংয়ে কোচবিহার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০২২ সাল থেকে তিনি জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভলিবল বিভাগের সচিবের দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। তাঁর এই দায়িত্বপ্রাপ্তির খবরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত তাঁকে অভিনন্দন জানান।

শুরু হরিণ চওড়া কাপ নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ফুটবলপ্রেমীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল। গত ৩০ নভেম্বর রবিবার উৎসবের আমেজে পর্দা উঠল হরিণ চওড়া কাপ নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের। আয়োজক কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, প্রতি বছরের মতো এবারও টুর্নামেন্টকে ঘিরে উৎসাহ ও আগ্রহ তুঙ্গে। আগামী ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই ফুটবল মহোৎসব।

এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে ১৬টি দল। নকআউট পদ্ধতিতে আয়োজিত হওয়ায় প্রতিটি ম্যাচেই থাকবে তীব্র উত্তেজনা—জয় পেলেই কেবল এগিয়ে যাওয়া সম্ভব, ফলে শুরু থেকেই খেলোয়াড় ও সমর্থকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহ স্পষ্ট।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ঘিরে এদিন সকাল থেকেই মাঠে ছিল উপচে পড়া ভিড়। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ, কোতয়ালি থানার আইসি তপন পাল, সমাজসেবী আব্দুল কাদের হক, জেলা পরিষদের সদস্য সায়নদীপ গোস্বামী সহ আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। এলাকাবাসীর মতে, দীর্ঘদিন ধরেই এই টুর্নামেন্ট স্থানীয় ক্রীড়া সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নতুন প্রতিভা তুলে আনার ক্ষেত্র হিসেবেও প্রতিবারই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে এই প্রতিযোগিতা।

আয়োজক কমিটি জানিয়েছে, প্রতিটি ম্যাচের জন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সুষ্ঠু পরিচালনার পরিকল্পনা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় নির্ধারিত ম্যাচ দেখতে দূরদূরান্ত থেকে দর্শকদের আগমন ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এক মাসব্যাপী উত্তেজনাপূর্ণ ফুটবল লড়াই উপভোগের অপেক্ষায় এখন শহরবাসী।

জিতল নরেন্দ্রনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে গত ১ ডিসেম্বর সোমবার নরেন্দ্রনাথ ক্লাব ১০৫ রানে উল্কা ক্লাবকে হারিয়েছে। তরাই স্কুল মাঠে প্রথমে নরেন্দ্রনাথ ৫ উইকেটে ২১৩ রান তোলে। জবাবে উল্কা ১০৮ রানে অলআউট হয়।

সোনা জয়ী শ্রীদাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসের মঞ্চে টেবিল টেনিসে সোনা জিতলেন শিলিগুড়ির মেয়ে শ্রীদাত্রী রায়। তিনি পাঞ্জাবের চিতকারা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন এবং দলগত বিভাগে এই সাফল্য অর্জন করেন।

শ্রীদাত্রী ছাড়াও চিতকারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলে ছিলেন প্রীতি ভার্তিকার, বংশিকা ভার্গব, সুহানা সাইনি এবং লক্ষীতা নারাং। ফাইনালে তাঁদের দল অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটিকে পরাজিত করে সোনার পদক ছিনিয়ে নেয়।

অভাবকে হারিয়ে রাজ্য ফুটবলে প্রথ্যাসি

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: বাবা-মা দু'জনেই দিনমজুর। আর্থিক দৈন্যতা নিত্যসঙ্গী হলেও ফুটবলের প্রতি ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরে লড়াই চালিয়ে গিয়েছে শামুকতলা থানার আদিবাসী অধ্যুষিত প্রত্যন্ত কদমপুর গ্রামের প্রথ্যাসি হেমব্রম। সেই অদম্য ভালোবাসা ও অধ্যবসায়ের জোরেই অনূর্ধ্ব-১৭ রাজ্য ফুটবল দলে জায়গা করে নিল সাঁওতালপুর মিশন হাইস্কুলের নবম শ্রেণির এই ছাত্রী। জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে রাঁচির পথে রওনা হল প্রথ্যাসি।

সম্প্রতি স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক অমৃত রায়ের সঙ্গে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সে। সল্টলেক স্টেডিয়ামে প্রথমে টানা বারো দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণে অংশ নেবে প্রথ্যাসি-সহ রাজ্যের নির্বাচিত ফুটবলাররা। এরপর রাঁচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্তরের খেলায় অংশ নেবে দলটি।

প্রথ্যাসির বাবা সিরু হেমব্রম ও মা ক্যারলিনা মুর্মুর দিনমজুরির সামান্য আয়ে কোনওমতে সংসার চলে। কিন্তু মেয়ের প্রতিভা ও জেদ দেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে স্কুলই। প্রশিক্ষক হিসেবে স্কুলের তিন শিক্ষক মনোজ মুর্মু, অমৃত রায় ও বার্নাবাস বাস্কে তাকে নিয়মিত অনুশীলন করিয়েছেন।

ফুটবলই তার প্রেরণা। প্রথ্যাসির কথায়, "পড়াশোনার থেকেও খেলা আমার বেশি প্রিয়। সংসারে অভাব আছে, তাই কিছু সমস্যায় মুখোমুখি হতে হয়। তবে স্কুলের শিক্ষকরা খুবই সাহায্য করছেন। এখন শুধু ভালোভাবে খেলার মাঠে নামতে চাই।"

ছোটদের জন্য কোচিং চান রিচা

নিজস্ব প্রতিবেদন

নকশালবাড়ি: সম্প্রতি শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করার আগে নকশালবাড়ি থেকে সংবর্ধনা গ্রহণ করে গেলেন রিচা ঘোষ। রিচা এবং তাঁর পরিবার নকশালবাড়ির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে একটি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ রিচাকে হাতিঘিসায় দুই বিঘা জমিতে ক্রিকেট কোচিং সেন্টার তৈরি করে লিজে দিতে রাজি হয়েছে।

মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ নকশালবাড়িতে একটি স্টেডিয়াম তৈরির জন্যও রিচাকে জমি লিজে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ এই প্রস্তাবকে ইতিবাচক বলে স্বাগত জানিয়েছেন এবং বলেছেন, লিজ পেলে তাঁরাও বিনিয়োগ করে বাচ্চাদের জন্য ক্রিকেট মাঠ তৈরি করতে চান।

বাংলা ক্রিকেট দলে কোচবিহারের রিতু

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের ক্রীড়া জগতে আনন্দের ঢেউ। বাংলার অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের ক্রিকেট দলে (ব্যাটার) সুযোগ পেয়ে নিজের স্বপ্ন পূরণের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল জেলার তরুণ প্রতিভা রিতু বড়ুয়া। জেলা স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্যের পর রিতু বর্তমানে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি)-এর তত্ত্বাবধানে কলকাতায় অনুশীলনে ব্যস্ত। আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে রাজকোটে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু হবে, যেখানে বাংলা দলের সদস্য হিসেবে খেলবে রিতু।

রিতুর বাড়ি তুফানগঞ্জের বড়ুয়াপাড়ায়। বাবা প্রতাপ বড়ুয়া দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। মা স্বপ্না বড়ুয়া মেয়ের সঙ্গে এই মুহূর্তে কলকাতায় রয়েছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারটির জন্য কলকাতায় প্রশিক্ষণ নেওয়ার খরচ জোগানো কঠিন, কারণ কোচবিহারে উন্নতমানের রাজ্য স্তরের ক্রিকেট প্রশিক্ষণের সুবিধা নেই। সিএবি-র কোচবিহারের প্রতিনিধি রবিন চট্টোপাধ্যায় রিতুর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত। তিনি বিশ্বাস করেন, গত কয়েক বছরে কোচবিহারে খেলাধুলোর মানোন্নয়ন হওয়ায় এবং ক্রিকেটের অনুশীলনের জন্য নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ভবিষ্যতে আরও অনেক প্রতিভা রিতুর মতো রাজ্য দলে সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগেই কোচবিহারের সাম্বিক কর বাংলা দলে সুযোগ পেয়ে জেলার নাম উজ্জ্বল করেছে।

কোচবিহার জেলা পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: জমকালো আয়োজনে সূচনা হল কোচবিহার জেলা পুলিশের ৬৭তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ১ ডিসেম্বর সোমবার এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গের ডিআইজি সন্তোষ নিম্বাল (আইপিএস)। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পুলিশের সুপার সন্দীপ কাররা, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষসহ প্রশাসনের একাধিক বিশিষ্ট আধিকারিক।

দুই দিনব্যাপী এই ক্রীড়া উৎসবের সূচনা হয় ঐতিহ্যবাহী মশাল প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। পুলিশ কর্মীদের মনোবল, শারীরিক সক্ষমতা ও টিম-স্পিরিট বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন ইভেন্টে জেলার পুলিশ সদস্যরা অংশগ্রহণ করবেন বলে জানানো হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা পুলিশ বাহিনীর শৃঙ্খলা, ঐক্য ও মানবিক দায়বদ্ধতার ওপর জোর দেন। এদিন মাঠজুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।

দার্জিলিংয়ের চা বাগান পরিদর্শনে গেটস ফাউন্ডেশন ও ডিডব্লিউএস

দার্জিলিং: দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও সাংসদ শ্রী হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা গেটস ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিদের দার্জিলিংয়ের পেশক চা বাগানে স্বাগত জানিয়েছেন। এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল গ্রান্ট থর্নটন ভারত কর্তৃক বাস্তবায়িত ডিডব্লিউএস-এর জীবিকা প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দার্জিলিংয়ের পেশক, পানিঘাটা, মকাইবাড়ি, মুন্ডা কোঠি, মাঙ্গারজাং, সামরিকপানি এবং আমবুটিয়া সাতটি চা বাগান সম্প্রদায়ে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্রতিনিধি দলটি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে কথা বলেন এবং মাশরুম চাষ ইউনিট, ডেমোনস্ট্রেশন প্লট এবং ডাল্লে পেস্ট প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগের মতো বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন। এই উদ্যোগের ফলে নারী উদ্যোক্তারা তাদের দক্ষতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করছেন। প্রকল্পটি বর্তমানে ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের অধীনে যুক্ত হয়েছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে 'ঘরেলু অরিজিনস' নামে একটি কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ গঠিত হয়েছে, যার পণ্যগুলি সম্প্রতি নয়াদিল্লির সরস আজীবিকা মেলায় দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছে। অনুষ্ঠানে 'ঘরেলু অরিজিনস'-এর ওয়েবসাইট (HTTPS://WWW.GHARELUORIGINS.IN) এবং ক্যাটালগও চালু করা হয়, যার ফলে পণ্যগুলি এখন বৃহত্তর বাজারে সহজে পৌঁছাবে।

শ্রী শ্রিংলা জানান, ২০২৪ সালে কর্মসূচির সূচনা থেকে বিশাল অগ্রগতি হয়েছে। তিনি নারী অংশগ্রহণকারীদের উপার্জনে উৎসাহিত করেন। গেটস ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়ার প্রধান হরি মেনন এই প্রকল্পে সহায়তার জন্য ডিডব্লিউএস এবং গ্রান্ট থর্নটন-এর সাফল্য তুলে ধরেন। ডিডব্লিউএস এবং এর অংশীদাররা চা বাগান পরিবারের জন্য দীর্ঘমেয়াদী, স্বনির্ভর ও স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ গড় তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নেসলে মিল্কমেইড-এর উদ্যোগে ভারতে পালিত বিশ্ব ক্ষীর দিবস

কলকাতা: সুস্বাদু মিষ্টির জগতে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বিশ্বস্ত নাম নেসলে মিল্কমেইড। ৩০ নভেম্বর তারা ভারতে প্রথমবার বিশ্ব ক্ষীর দিবস উদযাপনের কথা জানায়। ক্ষীর হল এমন এক ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি খাদ্য, যা দেশের প্রতিটি কোণে প্রতিটি উৎসব-অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে দৈনন্দিন উদযাপনেও নিয়ে আসে পারিবারিক বন্ধন ও উষ্ণতা। ক্ষীরের প্রতি ভারতের গভীর ভালোবাসার ওপর মিল্কমেইড এই বিশেষ দিনটিকে উৎসর্গ করে। উপাদান এবং রন্ধনশৈলীতে বৈচিত্র্য থাকলেও, উত্তর ভারতের চালের ক্ষীর হোক বা বাংলার সুপরিচিত পায়েস, মহারাষ্ট্রের শেভিয়ানচি ক্ষীর বা দক্ষিণ ভারতের পায়সাম এই মিষ্টির আবেগ সর্বত্র এক। ক্ষীর যেন ভারতকে এক সুতোয় গেঁথে রাখে।

নেসলে ইন্ডিয়ার ডেয়ারি ব্যবসার প্রধান মানব সাহানি বলেন, "বিশ্ব ক্ষীর দিবস উদযাপনের মাধ্যমে আমরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে চলে আসা এক মিষ্টি সংযোগকে সম্মান জানাই। মিল্কমেইড ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরে বসেই খুব সহজে ও দ্রুত, ঠিক একই ও নস্টালজিয়ার স্বাদে সমৃদ্ধ ঘন ক্ষীর তৈরি করা যায়।"

মিল্কমেইড ভারতীয় পরিবারগুলিকে আমন্ত্রণ জানায় এই দিনটিতে তারা যেন নিজের পছন্দের ক্ষীর তৈরি করে। পরিবারের সকলের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেয়। মিল্কমেইড ব্যবহারের সুবিধার মাধ্যমে এই ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি তৈরি করা এখন আরও সহজ। বিশেষ রেসিপি এবং প্রস্তুতির ধারণাগুলি মিল্কমেইড ওয়েবসাইটে দেওয়া রয়েছে।

লতাদিদিকে শ্রদ্ধার চিঠি শ্রেয়া ঘোষালের

কলকাতা: কিছু কনসার্ট কেবল অনুষ্ঠান হয়ে থেকে যায় না বরং তা হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অংশ। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে ভারত এমন এক আন্তরিক ও দর্শনীয় সঙ্গীতানুষ্ঠানের সাক্ষী হতে চলেছে। এই উপলক্ষে, আধুনিক সঙ্গীতের আইকন শ্রেয়া ঘোষাল ঘোষণা করেছেন 'লেটারস টু লতা দিদি' (লতা দিদিকে চিঠি), যা কিংবদন্তী ভারতরত্ন শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকরের কালজয়ী কণ্ঠস্বরের প্রতি এক শক্তিশালী ও আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। এই বিরল অভিজ্ঞতাটি অনুষ্ঠিত হবে ৭ মার্চ, ২০২৬, মুম্বইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড গার্ডেনে।

কোভিড মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক - সলিটেয়ার-এর পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত এই কনসার্টের টিকিট পর্যায়ক্রমে খোলা হবে। এতে কোটাক ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকরা বিশেষ সুবিধা পাবেন। কার্ডহোল্ডারদের জন্য প্রি-সেল শুরু হবে ১০ ডিসেম্বর। এরপর, শুধুমাত্র কোটাক সলিটেয়ার ক্রেডিট কার্ডহোল্ডারদের জন্য আরও ১২ ঘণ্টার প্রি-সেল থাকবে। এছাড়াও, কোটাক সলিটেয়ার, কোটাক হোয়াইট রিজার্ভ এবং ওয়েলথ ইনফিনিট ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকরা প্রি-সেল চলাকালীন ১০% ছাড় উপভোগ করবেন। শিল্পীর ফ্যানদের জন্য প্রি-সেল শুরু হবে ১৩ ডিসেম্বর, দুপুর ১২:০০টা থেকে। সাধারণ টিকিট বিক্রি শুরু হবে ১৪ ডিসেম্বর থেকে। অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসেবে, ১০ জন ভাগ্যবান কোটাক সলিটেয়ার ক্রেডিট কার্ড গ্রাহক কনসার্টের ঠিক আগে ভেন্যুতে শ্রেয়া ঘোষালের সাথে দেখা করার বিশেষ সুযোগ পাবেন।

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ডের বিজনেস হেড, ফ্রেডরিক ডি'সুজা, বলেন: "শ্রেয়া ঘোষালের সাথে সহযোগিতা করা আমাদের গ্রাহকদের বিশ্বমানের অভিজ্ঞতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিরই লক্ষ্য। প্রি-সেল অ্যাক্সেস, বিশেষ ছাড় এবং মিট অ্যান্ড গ্রিটের মতো অনন্য সুবিধার মাধ্যমে, আমরা নিশ্চিত করছি যে কোটাক কার্ডহোল্ডাররা এই ঐতিহাসিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের কেন্দ্রে রয়েছেন।"

তবে এই শ্রদ্ধা কেবল শ্রেয়া ঘোষালের গান দিয়েই শেষ হবে না। দেশজুড়ে মানুষের কাছে আমন্ত্রণ জানানো হবে লতা দিদির উদ্দেশ্যে ভিডিও বা চিঠি পাঠানোর জন্য। যদি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আরও একটি সুযোগ থাকত, তাহলে তারা লতা দিদিকে কী বলতেন? আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে সন্ধ্যা যত এগোবে, শ্রোতারা লতাজির গাওয়া কালজয়ী সুর এবং আবেগের দুনিয়ায় যাত্রা করবেন। এটি কেবল একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি কনসার্ট নয়, এটি একটি যুগের, একটি উত্তরাধিকারের এবং একজন নারীর উদযাপন, যার সঙ্গীত আজও একটি জাতির আত্মাকে প্রাণসঞ্চার করে।

২০২৫-এর বিক্রয় পরিসংখ্যানে শক্তিশালী পারফরম্যান্স টাটার

কলকাতা: দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক যানবাহন প্রস্তুতকারক টাটা মোটরস লিমিটেড নভেম্বর ২০২৫-এর বিক্রয় পরিসংখ্যানে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। কোম্পানিটি অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজার মিলিয়ে মোট ৩৫,৫৩৯ ইউনিট বাণিজ্যিক যানবাহন বিক্রি করেছে। যা গত বছরের নভেম্বর মাসে বিক্রি হওয়া ২৭,৬৩৬ ইউনিটের তুলনায় ২৯% ইয়ার-অন-ইয়ার বৃদ্ধি পেয়েছে।

নভেম্বরে ভারী বাণিজ্যিক যানবাহন বিক্রি হয়েছে ১০,১৮১ ইউনিট; মাঝারি ও হালকা বাণিজ্যিক যান বিক্রি হয়েছে ৫,৯০৫ ইউনিট; কার্গো ও পিকআপ ভ্যান ১৩,৩২৭ ইউনিট; এবং যাত্রী বাহক বিক্রি হয়েছে ৩,৩৪০ ইউনিট। টাটার নভেম্বরের অভ্যন্তরীণ বিক্রির পরিমাণ ৩২,৭৫৩ ইউনিট; এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা করেছে ২,৭৮৬ ইউনিট। বিশেষত, আন্তর্জাতিক বাজারে ৯২% বৃদ্ধি টাটা মোটরসের বৈশ্বিক প্রসার এবং পণ্যের শক্তিশালী চাহিদা নির্দেশ করে। এই শক্তিশালী বিক্রয় বৃদ্ধি অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পুনরুদ্ধার এবং লজিস্টিকস ও পরিবহণ খাতে টাটা মোটরসের নেতৃত্বকে আরও দৃঢ় করছে।

কলকাতায় পথ নিরাপত্তা প্রচারে সুইগি

কলকাতা: ভারতের অন-ডিমান্ড কনভিনিয়েন্স প্ল্যাটফর্ম সুইগি, তাদের 'ডেলিভারিং সেফলি' কর্মসূচির অধীনে কলকাতা ট্রাফিক বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে ডেলিভারি পার্টনারদের জন্য একটি 'রোড সেফটি অ্যান্ড ট্রাফিক অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন' আয়োজন করেছে।

সম্প্রতি আয়োজিত এই কর্মশালাটি পূর্ব ভারতে চলমান সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচির একটি অংশ ছিল। এর মূল লক্ষ্য ডেলিভারি পার্টনারদের নিরাপদ ড্রাইভিং পদ্ধতি, ট্রাফিক আইন মেনে চলা এবং নিয়ম লঙ্ঘনের ফলস্বরূপ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করা। এই সেশনগুলিতে নেতৃত্ব দেন কমিশনারেটের (এসিপি) বিশিষ্ট আধিকারিকেরা এবং শহরের বিভিন্ন প্রান্তের ডেলিভারি এগজিকিউটিভরা অংশগ্রহণ করেন।

'ডেলিভারিং সেফলি' চার্টারের অধীনে সুইগি স্থানীয় পুলিশ বিভাগের সহযোগিতায় সারা ভারতে সক্রিয়ভাবে সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতা কর্মসূচি চালাচ্ছে। ২০২৫ সালে ইতিমধ্যেই পাটনা, মুম্বই, পুনে, চণ্ডীগড়, বেঙ্গালুরু, দিল্লি, মহীশূর এবং আগরতলার মতো শহরগুলিতে হাজার হাজার ডেলিভারি পার্টনারদের নিয়ে এই সেশন আয়োজিত হয়েছে।

এই উদ্যোগগুলির পাশাপাশি, সুইগি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি ডেলিভারি পার্টনার যেন রোড ইন্স্যুরেন্সের আওতাভুক্ত থাকেও, অনবোর্ডিংয়ের সময় যেন সুরক্ষা প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয় এবং নিয়মিত সংবেদনশীল প্রচারের মাধ্যমে তাদের সংযুক্ত ও সচেতন রাখা হয়। এই প্রচেষ্টাগুলি সুইগির ডেলিভারি ফ্লিট এবং সাধারণ মানুষের জন্য একটি নিরাপদ ইকোসিস্টেম তৈরির প্রতি তাদের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। সুইগির কাছে তাদের ডেলিভারি পার্টনারদের এবং বৃহত্তর সমাজের সুরক্ষা ও কল্যাণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

২৬-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে রেকর্ড আর্থিক সাফল্য নেসলের

কলকাতা: নেসলে ইন্ডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের ফলাফল প্রকাশ করেছে, যেখানে কোম্পানিটি ভলিউম-চালিত দ্বি-অঙ্কের বিক্রয় বৃদ্ধি অর্জন করেছে। ত্রৈমাসিকে অভ্যন্তরীণ বিক্রয় ৫,৪১১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা এখন পর্যন্ত একটি ত্রৈমাসিকের সর্বোচ্চ রেকর্ড।

নেসলে ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার মনীশ তিওয়ারি এই সাফল্যে কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, চারটি পণ্য গোষ্ঠীর মধ্যে তিনটিই শক্তিশালী ভলিউম-চালিত দ্বি-অঙ্কের বৃদ্ধি দেখিয়েছে। অর্থ বর্ষ ২৬ এর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে মোট বিক্রয় ৫,৬৩০.২ কোটি টাকা, অভ্যন্তরীণ বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১০.৮%, মোট বিক্রয় বেড়েছে ১০.৯% এবং কর-পরবর্তী মুনাফা দাঁড়িয়েছে ₹৭৫৩.২ কোটি টাকায়।

কিটক্যাট, মাঞ্চ, মিল্কিবার-এর শক্তিশালী পারফরম্যান্সের কারণে এই গোষ্ঠী উচ্চ দুই-অঙ্কের প্রবৃদ্ধি দেখেছে। ভারত নেসলে-এর কাছে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় বৃহত্তম কিটক্যাট মার্কেট। প্রস্তুত খাবার ও কুকিং এইডসে ম্যাগি নুডলস ডাবল-ডিজিট ভলিউম বৃদ্ধি এবং মাসালা-এ-ম্যাজিক-এর শক্তিশালী অগ্রগতির কারণে এই বিভাগ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাউডার ও লিকুইড বেভারেজের মধ্যে নেসক্যাফে কফি এই বিভাগে তার নেতৃত্ব ধরে রেখেছে। পেট ফুডের বিভাগটিও উচ্চ দুই-অঙ্কের বৃদ্ধি দেখেছে। নেসলে প্রফেশনাল নেসলে-এর আউট-অফ-হোম ব্যবসাকে শক্তিশালী করতে দুই-অঙ্কের বৃদ্ধি বজায় রেখেছে, যা এশিয়া, ওশেনিয়া এবং আফ্রিকা জোনকে নেসলে-এর জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধনশীল বাজার হিসেবে গড়ে তুলেছে।

কোম্পানিটি তাদের ওমনি-চ্যানেল পদ্ধতি অবলম্বন করে ই-কমার্স এবং অর্গানাইজড ট্রেড উভয় ক্ষেত্রেই শক্তিশালী গতি ধরে রেখেছে। সানন্দ কারখানায় নতুন ম্যাগি নুডলস উৎপাদনের কাজ যুক্ত করা হয়েছে। মিস্টার তিওয়ারি আরও বলেন, "আমরা আমাদের গ্রাহকদের জন্য উচ্চ-মানের পণ্য সরবরাহ বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

হন্ডা মোটরসাইকেল অ্যান্ড স্কুটার ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গে নেটওয়ার্ক প্রসারিত করল

ঝাড়গ্রাম: হন্ডা মোটরসাইকেল অ্যান্ড স্কুটার ইন্ডিয়া (এইচএমএসআই) পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রামে তাদের নতুন বিক্রয় ও পরিষেবা কেন্দ্র - রাকেশ জি হন্ডা-র উদ্বোধন করল। এই নতুন কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গে এইচএমএসআই-এর বিস্তৃতি জোরদার করার পাশাপাশি, এই অঞ্চলের গ্রাহকদের জন্য ব্র্যান্ডের দ্বিচক্রযানের পরিসর সহজলভ্য করে তোলার লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করবে। নব নির্মিত এই কেন্দ্রের মাধ্যমেমসৃণ এবং ঝঞ্ঝাটহীন মালিকানার অভিজ্ঞতা প্রদান করেএইচএমএসআইনির্ভরযোগ্য দ্বিচক্রযানের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করার পথে আরও এক ধাপ এগোলো।

হন্ডার স্বতন্ত্র ৪এস সেটআপকে সামনে রেখেরাকেশ জি হন্ডা-রডিজাইন করা হয়েছে। এই ৪এস-এর অন্তর্গত চারটি স্তম্ভ হলবিক্রয় (সেলস),পরিষেবা (সার্ভিস), খুচরো যন্ত্রাংশ (স্পেয়ার পার্টস) এবং হন্ডার স্বকীয়তা,সুরক্ষিত রাইডিং অভিযান (সেফটি রাইডিং প্রমোশন)।এর ফলে পণ্য অন্বেষণ,নির্ভরযোগ্য বিক্রয়োত্তর পরিষেবা এবং সুরক্ষিত মোবিলিটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য গ্রাহকদেরএকক গন্তব্যস্থল হয়ে উঠতে চলেছে হন্ডার শোরুম।পণ্য প্রদর্শন অঞ্চল এবং পরিষেবা প্রদান পরিকাঠামো দ্বারা সজ্জিতএই ডিলারশিপক্রেতাদের সহজ প্রক্রিয়া এবং উষ্ণ অভ্যর্থনার অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য নকশা করা হয়েছে।

এই শোরুম উদ্বোধনের মাধ্যমে, ঝাড়গ্রামের গ্রাহকরা হন্ডার স্কুটার এবং মোটরসাইকেলের সম্পূর্ণ পরিসর হাতের কাছে পেয়ে যাবেন। এখানে স্কুটারের চারটি মডেল রয়েছে (১১০সিসিতে অ্যাক্টিভা এবং ডিও এবং ১২৫সিসি বিভাগে অ্যাক্টিভা ১২৫ এবং ডিও)। মোটরসাইকেল-এর ক্ষেত্রে কোম্পানি ১০০-১১০সিসি (শাইন ১০০, শাইন ১০০ ডিএক্স এবং লিভো), ১২৫সিসি (শাইন ১২৫,এসপি১২৫ এবং সিবি১২৫ হর্নেট), ১৬০সিসি (ইউনিকর্ন এবং এসপি১৬০) এবং ১৮০-২০০সিসি (হর্নেট ২.০ এবং এনএক্স২০০) বিভাগে দশটি আকর্ষণীয় মডেলহাজির করেছে।

তুর্কি এয়ারলাইন্সের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি

কলকাতা: তুর্কি এয়ারলায়েন্স তাদের ২০৩৩ সালের লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে। ২০২৫ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে মূল অপারেশন থেকে তারা ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লাভ করেছে।

এই ত্রৈমাসিকে কোম্পানির মোট আয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪.৯% বেড়ে প্রায় ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বছরের প্রথম নয় মাসে মোট আয় ১৭.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। যদিও মূল অপারেশন থেকে গত বছরের তুলনায় ২১.৩% লাভ কমেছে, তবুও এবছর জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর সময়কালে মোট লাভ ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছিল।

বিশ্বব্যাপী নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, এই ত্রৈমাসিকে কোম্পানিটি ২৭.২ মিলিয়ন যাত্রী বহন করেছে, যা তাদের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এর ফলে যাত্রী ধারণক্ষমতা গত বছরের তুলনায় ৮.২% বৃদ্ধি পেয়েছে। কোম্পানির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহমেত বোলাত বলেন, "এই লাভ তুর্কি এয়ারলায়েন্সের বৈচিত্র্যপূর্ণ আয়ের কাঠামোর মাধ্যমে যেকোনও পরিচালন পরিস্থিতিতে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে তুলে ধরে।"

২০২৫ সালের অক্টোবরে শক্তিশালী ট্র্যাফিক ফলাফল ১৯% যাত্রী বৃদ্ধি এবং ১৬% কার্গো বৃদ্ধি এবং অগ্রিম বুকিং-এর প্রবণতার ভিত্তিতে, পুরো বছরের এবিআইটিডিএআর মার্জিন ২২%–২৪% এর দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে থাকার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এছাড়াও, ২০৩৩ সালের মধ্যে ৮০০টিরও বেশি বিমান নিয়ে তাদের বহর সম্প্রসারণের লক্ষ্য নিয়ে, তুর্কি এয়ারলায়েন্স বোয়িং-এর সঙ্গে মোট ২২৫টি নতুন বিমান কেনার জন্য তাদের আলোচনা চূড়ান্ত করেছে।

ওয়ার্ল্ড অফ হায়াত এবং ভিসা-র যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অফার

কলকাতা: যোগ্য ভিসা কার্ডহোল্ডারদের জন্য ওয়ার্ল্ড অফ হায়াত একটি বিশেষ সীমিত সময়ের অফার চালু করেছে। এই অফারটি শুধুমাত্র ভিসা-র সিগনেচার এবং ইনফিনিট কার্ডহোল্ডারদের জন্য, যারা এই কার্ড ব্যবহার করে ১৫ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত হায়াত স্যুট বুক করবেন। এই অফারের মধ্যে রয়েছে, ভারত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার হায়াত হোটেলগুলিতে ক্লাব লেভেল রুম এবং স্যুটের ভাড়ায় ১৫% ছাড়, বিনামূল্যে ব্রেকফাস্ট এবং হ্যাপি আওয়ারের সুযোগ। এছাড়াও, ভ্রমণার্থীরা রুমের ভাড়া এবং অন্যান্য খরচের ক্ষেত্রে প্রতি $১ মার্কিন ডলার খরচের জন্য ৫ বেস পয়েন্ট উপার্জনের সুযোগ পাবেন।

হায়াতের কমার্শিয়াল সার্ভিসেসের ভারত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার রিজিওনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট কাদম্বিনী মিত্তাল বলেন, "হায়াতে আমরা ভ্রমণার্থীদের দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভিসার সঙ্গে আমাদের এই সহযোগিতা হল ওয়ার্ল্ড অফ হায়াত ক্লাব স্যুট অফারের মাধ্যমে এই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব করে তোলা। একসঙ্গে আমরা ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে করে তুলব নির্বিঘ্ন, অর্থপূর্ণ এবং স্মরণীয়।"

ভিসার ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রোডাক্ট হেড রামকৃষ্ণন গোপালন বলেন, "ভিসা সিগনেচার এবং ভিসা ইনফিনিট শুধুমাত্র পেমেন্টের মাধ্যম নয়, এগুলি পরিকল্পিত বিলাসকে সমর্থন করে, যা লেনদেনের সীমা ছাড়িয়ে উন্নত অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেয়। বিলাসবহুল লিভিং থেকে শুরু করে জমকালো ডাইনিং পর্যন্ত, এই প্ল্যাটফর্ম বিশেষ সুযোগ এবং ব্যক্তিগতকরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই সহযোগিতা আমাদের অভিজ্ঞতায় আরও নতুন মাত্রা যোগ করবে।"

লঞ্চ হল 'নুভোকো জিরোএম উন্নতি অ্যাপ'

কলকাতা: ভারতের অন্যতম ভরসাযোগ্য নির্মাণ সামগ্রী প্রস্তুতকারক সংস্থা নুভোকো ভিস্তাস কর্পোরেশন লিমিটেড তাদের 'নুভোকো জিরো এম উন্নতি অ্যাপ' চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। এই অ্যাপটি বিশেষ ইনফ্লুয়েন্সার কোম্পানির জন্য তৈরি করা হয়েছে। ঠিকাদার, জলরোধী কাজের কারিগর, টাইলস কারিগর, রাজমিস্ত্রি এবং রংমিস্ত্রি প্রমুখের কাজে সুবিধা আনাই হল এর মূল লক্ষ্য। কোম্পানির পণ্য ব্যবহার এবং গ্রাহক অভিজ্ঞতা বাড়াতে এঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিলার, খুচরো বিক্রেতা এবং পরিবেশকর্মীরাও এই অ্যাপটি তাদের নিজস্ব প্রোফাইলের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবেন।

অ্যাপের মূল বৈশিষ্ট্য হল এই অ্যাপটি একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। এতে সহজে পুরস্কার রিডিম করা যাবে, এবং পুরস্কার পয়েন্ট, ইনসেনটিভ ও কাজের অগ্রগতি রিয়েল-টাইমে ট্র্যাক করা যাবে। ব্যবহারকারীরা খুব দ্রুত পণ্য সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পাবেন। অফার, নতুন স্কিম এবং নতুন পণ্য লঞ্চের বিষয়ে তাৎক্ষণিক আপডেট পাওয়া যাবে। এছাড়াও, সরাসরি হেল্পলাইন এবং কল-সেন্টারের সহায়তা পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

নুভোকো ভিস্তাস কর্পোরেশন লিমিটেডের মার্কেটিং, ইনোভেশন ও সেলস এক্সিলেন্সের প্রধান চিরাগ শাহ বলেন, "প্রভাবশালীরা আমাদের সাফল্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই প্ল্যাটফর্মটি তাঁদের জ্ঞান, স্বচ্ছতা এবং রিয়েল-টাইম সহায়তা দিয়ে শক্তিশালী করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পুরস্কার, পণ্যের তথ্য এবং সাহায্য সবকিছু এক জায়গায় এনে আমরা তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করছি এবং একটি সত্যিকারের সংযুক্ত ইকোসিস্টেম তৈরি করছি, যা উদ্ভাবন ও গ্রাহক-কেন্দ্রিকতার প্রতি নুভোকোর অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।"

ভবিষ্যতে এই অ্যাপে আরও উন্নত বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হবে, যেমন পুরস্কারের ক্যাটালগ, মাইলফলক অর্জনের পুরস্কার, ধারাবাহিকতা রক্ষার পুরস্কার, মার্কেট অ্যাডাপ্টার পুরস্কার এবং গেমিফিকেশন। এর মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মটি আরও আধুনিক অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। এই অ্যাপটি কোম্পানির 'প্রোজেক্ট ডিইএন (ডিজিটালি এনাবেলড নুভোকো)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে নুভোকো তাদের দীর্ঘমেয়াদী ডিজিটাল রোডম্যাপকে শক্তিশালী করছে, যা স্টেকহোল্ডারদের জন্য শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম, তাদের উন্নত কার্যকারিতা ও ভালো অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। এটি নুভোকোর অন্যান্য ডিজিটাল টুল, যেমন গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি নুভো সেতু, বাড়ি তৈরির নির্দেশিকা প্রদানের জন্য নুভো নির্মান, এবং স্বচ্ছ সরবরাহকারী চুক্তির জন্য এসএপি আরিবার মতো একাধিক সুবিধা নিয়ে এসেছে, যা নুভোকোর বৃহত্তর ডিজিটাল রূপান্তরের যাত্রাকে আরও জোরদার করবে।

আরবিআই মুদ্রানীতিতে রেপো রেট কমানোয় প্রতিক্রিয়া কোটাকের

কলকাতা: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক মুদ্রানীতি ঘোষণার পর তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের মুখ্য অর্থনীতিবিদ উপাসনা ভরদ্বাজ।

তিনি বলেছেন, "আরবিআই দ্বারা রেপো রেট কমানো এবং তারল্য বা লিকুইডিটি সহজ করার জন্য যে পদক্ষেপগুলি করা হয়েছে, তা আমাদের প্রত্যাশার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে গিয়েছে।"

ভরদ্বাজ আরও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আরবিআই যেহেতু ভবিষ্যতে নীতি আরও শিথিল করার পথ খোলা রেখেছে, তাই তাঁরা আরও ২৫ বেসিস পয়েন্ট (bp) রেপো রেট কমানোর সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। তাঁর অনুমান, রেপো রেট সম্ভবত ৫%-এ এসে নামবে, যার পরে একটি দীর্ঘ বিরতি নেওয়া হতে পারে।

আইসিআইসিআইয়ের দাবি নিষ্পত্তি হার ৯৯.৩৩%

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স ২০২৬ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধের জন্য ৯৯.৩৩% দাবি নিষ্পত্তির অনুপাত প্রকাশ করেছে, যা দেশের শীর্ষস্থানীয় জীবন বীমা কোম্পানিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি। গুরুত্বপূর্ণভাবে, যে দাবিগুলি তদন্তের প্রয়োজন হয়নি, সেগুলির জন্য গড় দাবি নিষ্পত্তির সময় ছিল মাত্র ১.১ দিন। এছাড়াও, এই সময়ের মধ্যে কোম্পানি মোট ৮৯৩.৩৮ কোটি টাকা মূল্যের মৃত্যু দাবি নিষ্পত্তি করেছে।

আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চিফ অপারেশনস অফিসার, মিঃ আমিশ ব্যাঙ্কার বলেছেন, "আমাদের দাবি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াটি উন্নত গ্রাহক অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং আমরা প্রতিটি দাবি অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে পরিচালনা করি। এই সময়ে আমরা মোট ৮৯৩.৩৮ কোটি টাকারও বেশি মৃত্যু দাবি নিষ্পত্তি করেছি। আমাদের গ্রাহক-প্রথম নীতি এবং ডিজিটালাইজেশনের উপর জোর দ্রুত দাবি নিষ্পত্তি করতে সাহায্য করে, যখন পরিবারগুলির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন সময়মতো আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। আমাদের মোবাইল অ্যাপ, হোয়াটসঅ্যাপ, চ্যাটবট এবং ওয়েবসাইটের মতো সুবিধাজনক প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে, দাবিদাররা সহজেই দাবি দায়ের করতে এবং সেটির অবস্থা জানতে পারেন।" উল্লেখযোগ্যভাবে, কোম্পানির "ক্লেইম ফর শিওর" উদ্যোগের অধীনে, যেখানে সমস্ত কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরে যোগ্য দাবিগুলি এক দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, আমরা সেরকম এই অর্ধে ১৫৭.২৫ কোটি টাকা মূল্যের মৃত্যু দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। গত ত্রৈমাসিকেও কোম্পানির দাবি নিষ্পত্তির অনুপাত শিল্পে শীর্ষে ছিল। ২৬এর প্রথম কোয়ার্টারে এটি ছিল ৯৯.৬০%।

নোভা আইভিএফ: শিলিগুড়িতে বাড়ছে পুরুষ বন্ধ্যাত্বের হার

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির নোভা আইভিএফ ফার্টিলিটির উর্বরতা বিশেষজ্ঞরা পুরুষ বন্ধ্যাত্বের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন, যার মধ্যে দেখা গেছে যে প্রায় ৫০% পুরুষই শুক্রাণু সংখ্যা, গতিশীলতা বা গুণমানজনিত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাই, এই উদ্বেগ মোকাবেলা করার জন্য বিশেষজ্ঞরা প্রাথমিক পরীক্ষা সহ জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার দিকে নজর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

এই বছর পুরুষ বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে উর্বরতা বিশেষজ্ঞরা ব্যাপক বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছেন, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ৩০ এর কম বয়সীদের প্রভাবিত করছে। যদিও আগে কেবল ৪০ বছর বয়সীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যেত। এই অবস্থার জন্য দায়ী তামাক ব্যবহার, পরিবেশগত এক্সপোজার এবং ডায়াবেটিসের মতো অজ্ঞাত স্বাস্থ্য সমস্যা এবং এর পাশাপাশি, পেস্টিসাইড, এবং প্রিজারভেটিভ প্রক্রিয়াজাত খাবারও এই অঞ্চলের পুরুষদের হরমোনের ভারসাম্যকে ব্যাহত করছে, ফলে তাদের শুক্রাণুর গুণমান এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে।

শিলিগুড়ির নোভা আইভিএফ ফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞ ডাঃ ইয়ামিনী আগরওয়াল বলেন, "আমরা সকল বয়সের পুরুষদের মধ্যেই অস্বাভাবিক বীর্যপাতের ঘটনা দেখতে পাচ্ছি। এটি পুরুষ বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ইঙ্গিত, কারণ বর্তমানে বয়স নির্বিশেষে সকল পুরুষের জন্যই এটি সমস্যা তৈরী করছে। যদিও এই ক্ষতি সাধারণত ২০% এর নিচে হওয়া উচিত, যার মাত্রা এখন ৪০-৫০% -এ দাঁড়িয়েছে।"

তবে, আজকাল অবিবাহিত পুরুষরা ক্রমবর্ধমান তাদের শুক্রাণুর গুণমান পরীক্ষা করছেন, যা সচেতনতা এবং গ্রহণযোগ্যতার প্রতিফলন। বীর্য বিশ্লেষণে বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনের কারণে উর্বরতা বিশেষজ্ঞরা প্রত্যয়িত কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দেন, যার মধ্যে শিলিগুড়ির নোভা আইভিএফ ফার্টিলিটি আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত এবং উর্বরতা চিকিৎসায় আন্তর্জাতিক মান মেনে চলে।

উত্তরবঙ্গে মণিপাল হসপিটালসের কমিউনিটি হেলথ স্ক্রিনিংয়ের সূচনা

শিলিগুড়ি: মণিপাল হসপিটালস শিলিগুড়ি ও রাঙ্গাপানি ইউনিট মণিপাল ফাউন্ডেশনের সহায়তায় উত্তরবঙ্গের জনগণের জন্য একটি ব্যাপক জনস্বাস্থ্য স্ক্রিনিং কর্মসূচি "কবচ" উদ্বোধন করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ দুগ্গার এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি শ্রী অরুণ ঘোষ। মূল বক্তা ছিলেন মণিপাল ফাউন্ডেশনের সিইও শ্রী হরিনারায়ণ শর্মা এবং মণিপাল হসপিটালসের পূর্ব অঞ্চলের রিজিওনাল চিফ অপারেটিং অফিসার ডঃ অয়নাভ দেবগুপ্ত।

কবচ কথাটির অর্থ সুরক্ষা। তাই এই নামটি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন

অঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করে। যা সচেতনতা, প্রাথমিক রোগ সনাক্তকরণ এবং সময়মতো চিকিৎসার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। এই উদ্যোগটি যেসব অঞ্চলে স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব এবং সময়মতো স্ক্রিনিং-এর সুযোগ কম, সেইসব এলাকায় স্বাস্থ্যখাতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান পূরণের লক্ষ্য রাখে।

মণিপাল ফাউন্ডেশনের সিইও, শ্রী হরিনারায়ণ শর্মা বলেন, "মণিপাল ফাউন্ডেশন সবসময়ই সুলভ এবং সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে ইতিবাচক প্রভাব তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" হাসপাতালের পূর্ব অঞ্চলের রিজিওনাল চিফ অপারেটিং অফিসার, ডঃ অয়নাভ দেবগুপ্ত বলেন, "'কবচ'-এর মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য হল প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবাকে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া।

আত্মবিশ্বাসী ক্যাম্পেইন লঞ্চ রয়্যাল চ্যালেঞ্জের

কলকাতা: রয়্যাল চ্যালেঞ্জ প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার তাদের 'চুজ বোল্ড' দর্শনের ওপর ভিত্তি করে নতুন এবং শক্তিশালী ক্যাম্পেইন 'ম্যায় নেহি তো কৌন বে' চালু করেছে। এই ক্যাম্পেইনটি নতুন প্রজন্মের নিজস্ব বিশ্বাস এবং নির্ভীক সত্যতাকে তুলে ধরে, যারা সমাজের বেঁধে দেওয়া নিয়মের বদলে নিজেদের শর্তে সাফল্যকে নির্ধারণ করতে ইচ্ছুক।

ক্যাম্পেইনটি র‍্যাপার স্রষ্টি তাওয়াড়ের একটি গানের নামে নামকরণ করা হয়েছে। এতে ক্রিকেট তারকা স্মৃতি মন্দানা, যুব আইকন রণবিজয় সিং, গেমিংয়ের জনপ্রিয় মুখ নামান "মর্টাল" মাথুর এবং স্রষ্টি নিজে অংশ নিয়েছেন।

ডিয়াজিও ইন্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং পোর্টফোলিও হেড - মার্কেটিং, বরুণ কুরিছ বলেন, "'ম্যায় নেহি তো কৌন বে' আমাদের 'চুজ বোল্ড' যাত্রার পরবর্তী অধ্যায় হতে চলেছে। আমরা এমন সাংস্কৃতিক আইকনদের একত্রিত করেছি যারা এই নির্ভীক মনোভাবকে মূর্ত করে এবং আমরা আশা করি এটি প্রতিটি তরুণ ভারতীয়কে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করবে।"

স্মৃতি মন্দানা বলেন, "আমার কাছে সাহসী হওয়া মানে মাঠে বা মাঠের বাইরে সঠিক সময়ে এগিয়ে আসা। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা থেকেই সবকিছুর শুরু।"

রণবিজয় সিং যোগ করেন, "সাহসিকতা মানে চিৎকার করা নয়, নিজের অবস্থানে অনড় থাকা এবং যা সঠিক মনে হয় তা করা।"

গেমিং প্রো নামান "মর্টাল" মাথুরের বক্তব্য, "প্রতিটি ম্যাচই কৌশল, ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসের পরীক্ষা। 'ম্যায় নেহি তো কৌন বে' কেবল একটি লাইন নয়, এটি নিজেকে বারবার প্রমাণ করার বিশ্বাস।"

এনর্মাস-এর সিসিও আশিস খাজানচি জানান, এই ক্যাম্পেইনটি হল তরুণদের প্রতি একটি স্পষ্ট আহ্বান। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে রয়্যাল চ্যালেঞ্জ এমন এক প্রজন্মকে উদযাপন করছে যারা ঝুঁকি নিতে এবং প্রতিটি মুহূর্তে সাহসিকতাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

ভারতে গ্যালাক্সি ট্যাব এ-১১ লঞ্চ স্যামসাংয়ের

কলকাতা: স্যামসাং ভারতে লঞ্চ করেছে গ্যালাক্সি ট্যাব এ১১। এই ট্যাবলেটটি সব বয়সের ব্যবহারকারীদের জন্য এক অসাধারণ বিনোদন প্রদান করে। পাশাপাশি দক্ষ এবং বহুমুখী কার্যকারিতাকে একত্রিত করে।

গ্যালাক্সি ট্যাব এ১১-এ রয়েছে ৮.৭ ইঞ্চির ডিসপ্লে, যা ৯০Hz রিফ্রেশ রেট সহ আসে। আপনি ওয়েব ব্রাউজিং হোক বা সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ক্রলিং অথবা পছন্দের শো দেখা, যে কোনো পরিস্থিতিতেই এটি এক অতুলনীয় ভিউইং এবং মসৃণ স্ক্রলিং অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। গ্যালাক্সি ট্যাব এ১১-এ থাকছে ডলবির ডুয়াল স্পিকার ও ৫ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা।

৬এনএম-এর অক্টা-কোর প্রসেসর দ্বারা চালিত গ্যালাক্সি ট্যাব এ১১ দ্রুত এবং শক্তি-দক্ষ পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে। এতে ৫,১০০ এমএএইচ ব্যাটারি রয়েছে। এটি ক্লাসিক গ্রে এবং সিলভার রঙে পাওয়া যাচ্ছে। স্টোরেজ ও কানেকটিভিটির ওপর নির্ভর করে এর ৪ টি ভেরিয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে। ৪ জিবি + ৬৪ জিবি স্টোরেজের ওয়াইফাই ভেরিয়েন্টের দাম ১২৯৯৯ টাকা, এবং এলটিই কানেকশনের ভেরিয়েন্টের দাম পড়ছে ১৫৯৯৯ টাকা। আর ৮ জিবি + ১২৮ জিবির ক্ষেত্রে শুধু ওয়াইফাই কানেকশন যুক্ত ট্যাবের দাম রাখা হয়েছে ১৭৯৯৯ টাকা আর এলটিই কানেকশনের দাম পড়বে ২০৯৯৯ টাকা। এছাড়া থাকছে ১০০০ টাকার ব্যাঙ্ক ক্যাশব্যাক অফার।

স্মার্ট ট্যাগড ব্যাগেজ পরিষেবা চালু করতে স্যামসাং-এর সঙ্গে তুর্কি এয়ারলাইন্স

কলকাতা: তুর্কি এয়ারলাইন্স স্যামসাং-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে তাদের ডিজিটাল রূপান্তর প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চলেছে। ১ ডিসেম্বর থেকে, যাত্রীরা স্মার্টথিংস ফাইন্ড দ্বারা চালিত স্মার্ট ট্যাগড ব্যাগেজ পরিষেবা ব্যবহার করে নির্বিঘ্নে তাদের লাগেজ ট্র্যাক করতে পারবেন। গ্যালাক্সি স্মার্টট্যাগ ভুল জায়গায় চলে যাওয়া বা দেরীতে আসা ব্যাগেজ দ্রুত এবং আরও সহজে ট্র্যাক করবে।

এই সহযোগিতার মাধ্যমে, তুর্কি এয়ারলাইন্স বিশ্বব্যাপী যাত্রীদের ব্যাগেজ ট্র্যাকিংয়ে স্মার্টথিংস প্রযুক্তি বাস্তবায়নের জন্য লঞ্চ এয়ারলাইন্সে পরিণত হয়েছে। স্যামসাংয়ের প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যাত্রীরা স্মার্টথিংস ফাইন্ড অ্যাপে তাদের লাগেজের একটি ছবি আপলোড করতে পারবেন, যা তাদের লাগেজ আরও সহজে সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

এয়ারলাইন্সের প্রধান তথ্য প্রযুক্তি কর্মকর্তা কেরেম কিজিলতুন বলেছেন: "আমরা অতিথিদের সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেই এবং বিমান শিল্পের জন্য নতুন মান নির্ধারণ করে এমন প্রযুক্তিগত সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের শিল্প নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে চলেছি।"

স্যামসাং ইলেকট্রনিক্সের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং স্মার্টথিংসের প্রধান জায়েওন জং বলেছেন, "সুবিধাজনক এবং সুবিন্যস্ত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা দিতে আমরা তুর্কি এয়ারলাইন্সের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আনন্দিত।"

এই কৌশলগত সহযোগিতা তুর্কি এয়ারলাইন্সের উদ্ভাবন এবং উৎকর্ষতার প্রতি অটল প্রতিশ্রুতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তুরস্কের জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা হিসেবে বিমান সংস্থাটি তার অতিথিদের যাত্রার প্রতিটি ধাপকে সমৃদ্ধ করে তুলতে নিবেদিতপ্রাণ।

ক্ষুদ্র ব্যবসার অগ্রগতিতে এআই চ্যাটবট চালু

কলকাতা: মেটা, ভারতের মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস এবং ইন্ডিয়া এসএমই ফোরামের সঙ্গে অংশীদারিত্বে ভারতে ক্ষুদ্র ব্যবসার ডিজিটালি উন্নয়নে ও ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে একটি এআই-চালিত চ্যাটবট চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। এই অংশীদারিত্ব ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সরকারি লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এআই ব্যবহারের প্রতি মেটার অঙ্গীকারের অংশ।

মেটার এল-লামা মডেল দ্বারা চালিত এবং হোয়াটসঅ্যাপে উপলব্ধ এই চ্যাটবটটি উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যক্তিগতকৃত এবং দরকারের আসল সময়ে সহায়তা প্রদান করবে। এটি সরকারী স্কিম, সম্মতি, ঋণ সুবিধা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল অনবোর্ডিং সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অ্যাক্সেসকে সহজ করে তুলবে। এই চ্যাটবটটি একাধিক ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ হবে এবং ভয়েস ও টেক্সট-ভিত্তিক ইন্টারঅ্যাকশনের ক্ষমতা থাকবে, যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এমএসএমই-গুলির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে।

এই উপলক্ষে এমএসএমই মন্ত্রকের জয়েন্ট সেক্রেটারি শ্রীমতি মার্সি ইপাও ইন্ডিয়া এসএমই ফোরামের ডিজিশাস্ত্র উদ্যোগের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে অভিনন্দন জানান এবং এমএসএমই-গুলিকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আসার আহ্বান জানান।

হোয়াটসঅ্যাপের ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিজনেস অপারেশনস অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, ভিক্টোরিয়া গ্র্যান্ড বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি সঠিক ডিজিটাল টুলের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে উন্নয়ন সম্ভব। এমএসএমই ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করতে আমাদের এই সহযোগিতা উন্মুক্ত, স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক এআই টুলগুলিকে প্রতিটি ভারতীয় উদ্যোক্তার কাছে সহজলভ্য করে তুলবে।" ইন্ডিয়া এসএমই ফোরামের প্রেসিডেন্ট বিনোদ কুমার এটিকে ক্ষুদ্র ব্যবসার ডিজিটাল রূপান্তরের যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে অভিহিত করেন।

মারুতি নিয়ে এল ওয়ান ইন্ডিয়া ওয়ান ইভি চার্জিং প্ল্যাটফর্ম

নয়াদিল্লি: মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড ভারতে বৈদ্যুতিক যানের চার্জিং পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৩টি চার্জিং পয়েন্ট অপারেটর এবং অ্যাগ্রিগেটরদের সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

এই উপলক্ষে মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মিস্টার হিশাশি তাকেউচি বলেন, "গ্রাহকদের ইভি চার্জিং সংক্রান্ত উদ্বেগ দূর করতে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে আমরা প্রস্তুত। ১,১০০-এর বেশি শহরে আমাদের বিক্রয় ও পরিষেবা নেটওয়ার্কে ২,০০০-এরও বেশি মারুতি সুজুকি এক্সক্লুসিভ চার্জিং পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের ডিলার এবং সিপিও অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে

ভারতে ১ লক্ষেরও বেশি চার্জিং পয়েন্টের নেটওয়ার্ক তৈরি করার লক্ষ্য রয়েছে।"

মার্কেটিং ও সেলস-এর সিনিয়র এগজিকিউটিভ অফিসার মিস্টার পার্থ ব্যানার্জি বলেন, মারুতি সুজুকি ইভি-এর জন্য ১০০টি শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গড়ে ৫-১০ কিলোমিটার দূরত্বে চার্জিং পয়েন্ট নিশ্চিত করছে। এছাড়াও, গ্রাহকদের ইভি সংক্রান্ত প্রতিটি প্রয়োজন মেটাতে ১.৫ লক্ষ বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কর্মী এবং ১,১০০টি শহরে ১,৫০০-এরও বেশি ইভি-রেডি সার্ভিস ওয়ার্কশপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এই উপলক্ষে মারুতি সুজুকি তাদের ইভি চার্জিং নেটওয়ার্কের কার্যকারিতা প্রদর্শনের জন্য একটি 'ই ড্রাইভ' শুরু করেছে, যেখানে চারটি 'ই ভিতারা বর্ন ইভি' দেশের চার কোণে যাত্রা শুরু করেছে।

এছাড়া, মারুতির 'ই ফর মি' মোবাইল অ্যাপটি চালু করা হয়েছে, যা একটি একক প্ল্যাটফর্মে সিপিও এবং মারুতি সুজুকির নিজস্ব নেটওয়ার্কের চার্জিং পয়েন্টগুলি খুঁজে বের করা, ইউপিআই বা 'মারুতি সুজুকি মানি'-এর মাধ্যমে পেমেন্ট করার সুবিধা দেবে। ই ভিতারা-এর সঙ্গে এই 'ই ফর মি' ইকোসিস্টেম বিশ্বজুড়ে ইভি মালিকানার অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে প্রস্তুত।

মেনিনজাইটিসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরামর্শ

ডঃ সৌমিত্র দত্ত
সিনিয়র পেডিয়াট্রিক কনসালটেন্ট, কলকাতা

মেনিনজাইটিস, যা ব্রেন ফিভার নামেও পরিচিত, একটি গুরুতর টিকা প্রতিরোধযোগ্য সংক্রমণ যা বিশেষ করে শিশুদের জন্য উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য উদ্বেগের বিষয়। মেনিনজাইটিস সচেতনতা কর্মসূচির লক্ষ্য হল সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই রোগকে পরাজিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা বাড়ানো, প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং টিকাদানের মাধ্যমে এর প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

"মেনিনজাইটিসের বিরুদ্ধে টিকা আমাদের প্রথম সারির প্রতিরক্ষা," ভাগীরথী নিওটিয়া মহিলা ও শিশু যত্ন কেন্দ্র, কলকাতার সিনিয়র পেডিয়াট্রিক কনসালটেন্ট ডঃ সৌমিত্র দত্ত একথা ব্যাখ্যা করেছেন। "প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকা ব্যক্তি, শিক্ষার্থী, ভ্রমণকারী এবং জনাকীর্ণ পরিবেশে বসবাসকারীদের সময়মত টিকা নিশ্চিত করা উচিত। কভারেজ বৃদ্ধি পেলে রোগ বিস্তারের গতি ধীর করা যাবে, যা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের পরোক্ষ সুরক্ষা প্রদান করে।"

ভারত মেনিনজাইটিস-সম্পর্কিত মৃত্যুর সংখ্যার দিক থেকে সর্বোচ্চ শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে রয়েছে। তীব্র ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস সৃষ্টিকারী তিনটি রোগজীবাণুর মধ্যে, নেইসেরিয়া মেনিনজাইটিস চিকিৎসা সত্ত্বেও ১৫% পর্যন্ত এবং চিকিৎসা না করা হলে ৫০% পর্যন্ত উচ্চ মৃত্যুর হারের জন্য দায়ী। গবেষণায় দেখা গেছে যে ২ বছরের কম বয়সী ভারতীয় শিশুদের মধ্যে নেইসেরিয়া মেনিনজাইটিসের কারণে অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স (আইএপি) ৯-২৩ মাস বয়সী শিশুদের জন্য ২-ডোজ সময়সূচীতে মেনিনজোকক্কাল টিকা এবং ২ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য একক ডোজ দেওয়ার পরামর্শ দেয় যারা এই রোগের ঝুঁকিতে রয়েছে। যদি আপনার শিশু ৯ মাস বা তার বেশি বয়সী হয়, তাহলে নিশ্চিত করুন যে তারা আক্রমণাত্মক মেনিনজোকক্কাল রোগের বিরুদ্ধে টিকা গ্রহণ করছে।" বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে টিকা-প্রতিরোধযোগ্য কেস ৫০% এবং মৃত্যু ৭০% কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর ২.৫ মিলিয়নেরও বেশি কেস রিপোর্ট করা হয়, মেনিনজাইটিস একটি গুরুতর স্বাস্থ্য সংকটের প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ এই রোগে আক্রান্তদের প্রায় ৭০% পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু। মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত রোগীদের ক্লিনিকাল উপসর্গগুলি রোগের কারণ, রোগের গতিপথ (তীব্র, সাবঅ্যাকিউট বা দীর্ঘস্থায়ী), মস্তিষ্কের জটিলতা (মেনিংগো-এনসেফালাইটিস) এবং সিস্টেমিক জটিলতা (যেমন, সেপসিস) এর উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। মেনিনজাইটিসের সাধারণ লক্ষণগুলি হল ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া, জ্বর, বিভ্রান্তি বা মানসিক অবস্থার পরিবর্তন, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব এবং বমি হওয়া। কম ঘনত্বের লক্ষণগুলি হল খিঁচুনি, কোমা এবং স্নায়বিক ঘাটতি (উদাহরণস্বরূপ, শ্রবণশক্তি হ্রাস, জ্ঞানীয় দুর্বলতা, বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা)।

এই শীতে ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম দিয়ে ত্বকের যত্ন নিন

শীতের সঙ্গে আসে আরামদায়ক রাত আর উৎসবের আনন্দ, তবে অনেকের জন্য এটি একটি পরিচিত সমস্যাও নিয়ে আসে—শুষ্ক, নিস্তেজ ও সংবেদনশীল ত্বক। ঠান্ডা বাতাস আমাদের ত্বকের আর্দ্রতা টেনে নেয়, ফলে ত্বক খসখসে ও জ্বালাযুক্ত হয়ে পড়ে। বাহ্যিক স্কিনকেয়ার কিছুটা সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী পুষ্টি আসে ভেতর থেকে। পুষ্টিবিদ ঋতিকা সমাদ্দার জানান, সঠিক খাবার দিয়ে শরীরকে পুষ্ট করা হল শীতের ত্বক যত্নের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে শীতের শুষ্কতা শুধু স্কিনকেয়ারের সমস্যা নয়, এটি পুষ্টির সঙ্গেও জড়িত। তিনি প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ভিটামিন ই এবং ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ খাবার—যেমন চর্বিযুক্ত মাছ এবং ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম—খাওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় বাদাম যোগ করলে ভিতর থেকে ত্বক পুষ্ট হয়, যার ফলে কঠোর শীতেও ত্বক নরম, আর্দ্র ও সুস্থ থাকে।

বাদাম ত্বকের স্বাস্থ্যকে বহু দিক থেকে সহায়তা করে এমন প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণের এক উৎকৃষ্ট উৎস। এটি ভিটামিন ই-এর অন্যতম সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক ভাণ্ডার—যা শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে ত্বককে ক্ষতির হাত থেকে সুরক্ষা প্রদান করে। ভিটামিন ই ত্বকের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষাপ্রাচীরকে দৃঢ় করে, ফলে শীতের প্রতিকূল পরিবেশেও ত্বক আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে এবং মসৃণ থাকে। এর পাশাপাশি, ভিটামিন ই-তে বিদ্যমান অ্যান্টি-এজিং বৈশিষ্ট্য ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম শীতে এত জরুরি হওয়ার আরেকটি কারণ হলো এতে থাকা প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্যকর মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট। এই ভালো চর্বিগুলো ভেতর থেকে ত্বককে আর্দ্র রাখে, ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায় এবং অতিরিক্ত শুষ্কতা রোধ করে। এগুলো ত্বককে ভরাট ও মসৃণ দেখাতে সাহায্য করে এবং শীতে যেসব সূক্ষ্ম রেখা বেশি চোখে পড়ে, সেগুলোর দৃশ্যমানতাও কমায়।

বাদামে প্রোটিন, রিবোফ্লাভিন এবং জিঙ্কও প্রচুর পরিমাণে থাকে, যা ত্বকের সামগ্রিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই পুষ্টিগুলো ত্বকে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনে, নিস্তেজভাব কমায় এবং ত্বকের সুরক্ষা-স্তরকে শক্তিশালী করে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, নিয়মিত বাদাম খেলে মুখের ত্বকের রঙের উন্নতি হতে পারে এবং বলিরেখার দৃশ্যমানতাও কমে।

ঋতিকা উল্লেখ করেন যে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ও ত্বকের স্বাস্থ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রয়েছে। গবেষণা প্রমাণ করে যে বাদাম অন্ত্রের সুস্থতা উন্নত করে, যা প্রদাহ ও ব্রেকআউট হ্রাসে সহায়ক। শীতকালে যখন হজমজনিত সমস্যা বৃদ্ধি পায়, তখন এটি বিশেষভাবে উপকারী। তিনি পুষ্টিগুণের উত্তম শোষণ নিশ্চিত করতে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম অন্তর্ভুক্ত করা এবং সকালে সেগুলি গ্রহণ করার পরামর্শ দেন।

এই শীতকালেও উজ্জ্বল ত্বক অর্জনের জন্য ব্যয়বহুল চিকিৎসা বা জটিল সৌন্দর্যচর্চার প্রয়োজন হয় না। বহু সময় সবচেয়ে কার্যকর সৌন্দর্য-পরিচর্যার উপায় নিহিত থাকে সাধারণ, দৈনন্দিন পুষ্টি গ্রহণে। সমৃদ্ধ পুষ্টিগুণের কারণে ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম শীতকালজুড়ে ত্বকের যত্নের জন্য একটি প্রাকৃতিক, কার্যকর ও উপভোগ্য সমাধান প্রদান করে।

নভি মুম্বইতে অত্যাধুনিক ক্যান্সার চিকিৎসায় একসঙ্গে কোটাক ও টাটা

কলকাতা: ক্যান্সার চিকিৎসাকে আরও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে, কোটাক মহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেড, টাটা মেমোরিয়াল সেন্টারের অ্যাডভান্সড সেন্টার ফর ট্রিটমেন্ট, রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন ইন ক্যান্সারের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্বের কথা ঘোষণা করেছে। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নভি মুম্বইয়ের খারঘরে এসিটিআরইসি-এর প্রোটন থেরাপি সেন্টারে এসডিএক্স® ভলান্টারি ব্রেথ হোল্ড সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

কেএমপিএল-এর প্রেসিডেন্ট ও পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর শ্রী সুরজ রাজাপ্পান এবং বিজনেস হেড শ্রী মুরলীধরন এস এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উদ্বোধন করেন। উচ্চ নির্ভুলতা ও উন্নত ফলাফল যুক্ত এসডিএক্স সিস্টেমটি একটি "স্মার্ট ব্রেথ-হোল্ডিং কোচ"-এর মতো কাজ করে, যা রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে রেখে রেডিয়েশন থেরাপি দিতে সাহায্য করে। ফুসফুস, যকৃত, অগ্ন্যাশয় এবং স্তনের মতো অঙ্গগুলিতে ক্যান্সার হলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে টিউমার স্থানান্তরিত হতে পারে। এই প্রযুক্তি নিশ্চিত করে যে 'রে' শুধুমাত্র টিউমারকেই আঘাত করবে, যার ফলে সুস্থ অঙ্গগুলি সুরক্ষিত থাকবে। প্রোটন থেরাপি সেটিং-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায়, এই ব্যবস্থাটি লিভার ক্যান্সারের মতো গতিশীল ক্যান্সারের চিকিৎসায় নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা বাড়ায়। এই আপগ্রেডের ফলে এসিটিআরইসি এখন প্রোটন-ভিত্তিক এসবিআরটি বা স্টিরিওট্যাকটিক বডি রেডিয়েশন থেরাপি দিতে পারবে, যা বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়ায় এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হ্রাস করে। ডঃ রাহুল কৃষ্ণাত্রী, প্রফেসর, রেডিয়েশন অনকোলজি বিভাগ, এসিটিআরইসি, এটিকে একটি 'গেম-চেঞ্জার' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

প্রাথমিক সনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা: কেন ২০২৫ সালেও দেরিতে ক্যান্সার নির্ণয় – এবং পরিবারের পক্ষে কীভাবে এই বিলম্ব এড়ানো সম্ভব

ডাঃ শিবাঙ্গী দাস,
বিএএমএস, এমডি, পিএফসিপি (এমইউএইচএস), ডিইএমএস, আয়ুর্বেদচার্য, ডি.এস. রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা

প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করা হলে ক্যান্সারের ফলাফল যথেষ্টই উন্নত হয়, তবুও ২০২৫ সালে, ডি.এস. রিসার্চ সেন্টার সহ ভারত জুড়ে হাসপাতালগুলিতে এখনও শেষ পর্যায়ের রোগীদের বেশ উচ্চ শতাংশ ভর্তি হতে দেখা যায়। বেশিরভাগ বিলম্ব কখনই সুবিধার অভাবের কারণে হয় না, বরং হয় প্রাথমিক লক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে।

রোগীরা এখনও দেরিতে কেন পৌঁছায়

১. সূক্ষ্ম লক্ষণ উপেক্ষা করা

ক্লান্তি, অত্যন্ত ব্যথা, ওজন কমা, বদহজম, বা রক্তপাতকে প্রায়শই "স্বাভাবিক দুর্বলতা" বা "বয়স-সম্পর্কিত সমস্যা" হিসাবে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

অনেকেই চিকিৎসা মূল্যায়ন দেরীতে করেন, ধরে নেন যে বিশ্রাম বা মৌলিক ওষুধের মাধ্যমে লক্ষণগুলি সেরে যাবে।

যেসব সাধারণ লক্ষণ মানুষ উপেক্ষা করে

- পিণ্ড বা ফোলা
- অবিরাম কাশি
- সাংঘাতিক জ্বর
- গিলতে অসুবিধা
- অন্ত্র/মূত্রাশয়ের অভ্যাসের পরিবর্তন
- অস্বাভাবিক রক্তপাত

দেরিতে সনাক্তকরণ এড়াব কীভাবে

- ২-৩ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে লক্ষণগুলি উপেক্ষা করা যাবে না।
- ৪০ বছর বয়সের পরে বার্ষিক স্ক্রিনিং অপরিহার্য।
- সন্দেহ হলে দ্বিতীয় চিকিৎসা পরামর্শ নেওয়া জরুরি।
- উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য (ধূমপান, অ্যালকোহল, বংশগত ইতিহাস থাকলে), স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক।

ডি.এস. রিসার্চ সেন্টারের ভূমিকা

ডি.এস. রিসার্চ সেন্টার ৬০ বছর ধরে ক্যান্সার রোগীদের গাইড করে আসছে, বিশেষায়িত ও সমন্বিত সহায়তার পাশাপাশি লক্ষণ-ভিত্তিক মূল্যায়ন এবং প্রাথমিক হস্তক্ষেপের পরামর্শ দিয়ে থাকে।

প্রাথমিক সনাক্তকরণ ভাগ্য নয় - এটি সচেতনতা।

আরও জানতে এখানে দেখুন - https://dsresearchcentre.com/

‘সবুজের হাতছানি’ পরিষেবায় তৎপর এনবিএসটিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: ঘোষণা করেও নির্ধারিত সময়ে পরিষেবা শুরু না করায় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। অবশেষে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম, এনবিএসটিসি তাদের বহু-আলোচিত ‘সবুজের হাতছানি’ ট্যুর প্যাকেজ দ্রুত চালু করতে চলেছে।

৩ ডিসেম্বর, বুধবার নিগমের শিলিগুড়ি ডিভিশনের কর্তারা অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। বৃহস্পতিবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রুটের তালিকা নিয়ে আলোচনার পর ছ'টি রুটে পরিষেবা শুরু করার জন্য সবুজ সংকেত মিলেছে। এমনকি, এই পরিষেবার জন্য একটি নন-এসি বাসও দেওয়া হয়েছে।

নিগমের শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌভিক দে জানিয়েছেন, “একদিনের ট্যুর এবং এক রাত-দু'দিনের ট্যুর হিসেবে কয়েকটি রুট ঠিক হয়ে গিয়েছে। আমরা দ্রুত এই পরিষেবা চালু করার চেষ্টা করছি।” একদিনের প্যাকেজে যে রুটগুলি রাখা হয়েছে, সেগুলি হল, শিলিগুড়ি-ঝালং, শিলিগুড়ি-বিন্দু, এবং শিলিগুড়ি-রকি আইল্যান্ড। একদিনের এই ভ্রমণে যাত্রীপ্রতি আনুমানিক ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে ১,১০০ টাকা থেকে ১,২০০ টাকার মধ্যে।

এক রাত, দুই দিনের ট্যুরের রুটগুলি হল শিলিগুড়ি-লাভা, শিলিগুড়ি-জলদাপাড়া, এবং শিলিগুড়ি-জয়ন্তী। এই দুই দিনের ট্যুরের জন্য যাত্রীপ্রতি আনুমানিক ভাড়া লাগবে ২,০০০ টাকা থেকে ২,৫০০ টাকার মধ্যে। এই প্যাকেজের মাধ্যমে কম খরচেই উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন যাত্রীরা।

নলেনের বাজারে ভেজালের গন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন

ময়নাগুড়ি: জাঁকিয়ে শীত পড়ার আগেই ময়নাগুড়ির বাজারে চলে এসেছে দক্ষিণবঙ্গের জনপ্রিয় নলেন গুড়। গোলাকৃতি বা কনটেনারে ঝোলা, বিভিন্ন রূপে গুড় পাওয়া গেলেও এর মান ও ভেজাল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা। গুড়ে চিনি মেশানোর প্রবণতা এত বেশি যে, ভোজনরসিক বাঙালি ঘুরিয়ে চিনিই খাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা এই সময়ে গুড় আসা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, “শীতের দেখা নেই, অথচ বাজারে গুড় ছেয়ে গিয়েছে। গরমে খেজুর গাছে রস হয় কি করে? দামের এত হেরফের কেন? কোনও রাসায়নিক মেশানো হচ্ছে কি না, প্রশাসনের উচিত গুরুত্ব দিয়ে তা খতিয়ে দেখা।”

নলেন গুড় সরবরাহকারী এবং বিক্রেতারা অবশ্য চিনি মেশানোর বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁদের দাবি, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া থেকে আসা এই গুড় চিনি ছাড়া তৈরি করা সম্ভব নয়। প্রতি কিলোগ্রাম ৬০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত দামের তারতম্য নির্ভর করে গুড়ে চিনির পরিমাণের ওপর। যত বেশি দাম, তত বেশি স্বাদ। তবে রাসায়নিক ব্যবহারের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সরবরাহকারীরা।

মুদিখানা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নয়ন সাহা জানান, সস্তা দরের ৬০-১০০ টাকা কেজির গুড়ে কেবল রং থাকে, স্বাদ বা গন্ধের বালাই থাকে না, তা মূলত রসগোল্লার মতো মিষ্টি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, প্রবীণ গুড় বিক্রেতা দশরথ সাহার মতে, খাঁটি নলেন গুড় যা এক কিলো রস থেকে মাত্র ২০০ গ্রাম গুড় তৈরি হয়, তার বাজারদর কমপক্ষে ১০০০ টাকা কেজি হওয়া উচিত। বিষয়টি উদ্বেগের হওয়ায় জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ রায় জানিয়েছেন, তিনি ফুড সেফটি দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন।

চা বাগানের পড়ুয়াদের জন্য চালু স্কুল বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন

নাগরাকাটা: জীবন বিপন্ন করে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে ঝুলে স্কুলে যাওয়ার দিন শেষ হতে চলেছে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার প্রত্যন্ত চা বাগানের পড়ুয়াদের। এই অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াত সমস্যা মেটাতে সরকারিভাবে ১১টি স্কুল বাস পরিষেবা চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার।

বাসগুলি ইতিমধ্যেই শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছেছে এবং টি ডিরেক্টরেট-এর তত্ত্বাবধানে পরিষেবাটি চলবে। শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। বর্তমানে বাসগুলির রেজিস্ট্রেশন, চালক নিয়োগ, পারমিট এবং ভিনাইল পেস্টিং-এর মতো আনুষঙ্গিক কাজ দ্রুত শেষ করার প্রক্রিয়া চলছে।

১১টি বাসের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা পাচ্ছে ৬টি এবং আলিপুরদুয়ার জেলা পাচ্ছে ৫টি। জলপাইগুড়ির সম্ভাব্য ৬টি বাগানের মধ্যে রয়েছে ওদলাবাড়ির পাথরকোত্রা, মেটেলি, নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা ও হিলা, ক্রান্তির যোগেশচন্দ্র এবং বানারহাটের মোগলকাটা চা বাগান। আলিপুরদুয়ারের সম্ভাব্য ৫টি বাগান হল; সমরাপাড়া, ঢেকলাপাড়া, মুজনাই, টোটোপাড়া (মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লক) ও সেন্ট্রাল ডুয়ার্স (কালচিনি ব্লক)।

এই বাসগুলি বাগানের নির্দিষ্ট রুট ধরে ওদলাবাড়ির আদর্শ হিন্দি হাইস্কুল, মেটেলির রাষ্ট্রভাষা হাইস্কুল, নাগরাকাটার চ্যাংমারি হাইস্কুল এবং বানারহাট হাইস্কুলের মতো বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের পৌঁছে দেবে।

দীর্ঘদিন ধরেই চা বাগানের স্কুল পড়ুয়ারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্কুল গাড়ির নামে ট্রাক বা ক্যান্টরে যাতায়াত করত। বাগান বন্ধ হয়ে গেলে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ত। উদাহরণস্বরূপ, গত ৫ অক্টোবরের বিধ্বংসী প্লাবনের পর বামনডাঙা চা বাগানের বন্ধ স্কুল গাড়ি পরিষেবা এখনও চালু হয়নি। ফলে অনেক অভিভাবক দিনে ১০০ টাকা ভাড়া গুনে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছেন, আর যারা আর্থিকভাবে দুর্বল, তাদের পড়ুয়ারা স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। সরকারি উদ্যোগে এই বাস পরিষেবা দ্রুত চালু হলে, চা বলয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর যাতায়াতের ভোগান্তি মিটবে এবং শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

জলঢাকার চরে পোখরাজ আলুর স্বর্ণযুগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফুলবাড়ি: প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা পাল্টে দিয়েছে মাথাভাঙ্গা-২ নম্বর ব্লকের ফুলবাড়ি এলাকার কৃষিক্ষেত্রের ছবি। একসময় যা ছিল তরমুজ চাষের ‘স্বর্গভূমি’, সেই জলঢাকা নদীর বিস্তীর্ণ চরে এখন চলছে পোখরাজ আলু চাষের রমরমা।

নদীর গতিপথের নাটকীয় পরিবর্তন এবং গত ৫ অক্টোবরের ভয়াবহ প্লাবনই এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ। বর্ষায় জলঢাকার মূল স্রোত প্রায় দুই কিলোমিটার দক্ষিণে সরে গিয়ে গিলাডাঙ্গা এলাকা দিয়ে বইছে। অন্যদিকে, বন্যায় তপসিতলা সংলগ্ন পুরনো চরে বালি ও পলি জমে চরটি এতটাই উঁচু হয়ে গিয়েছে যে তা আর তরমুজ চাষের জন্য উপযোগী নেই।

আগে এই চরে শত শত বিঘা জমিতে তরমুজের ফলন হত, যা থেকে এলাকার কৃষকরা ভালো লাভ করতেন। কিন্তু জমির ‘ধরন’ বদলে যাওয়ায় এখন তাঁরা বিকল্প হিসেবে আলু চাষকেই বেছে নিয়েছেন। কৃষক শুকদেব পোদ্দার জানান, “নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে বালি জমে চর উঁচু হওয়ায় তরমুজ চাষ আর সম্ভব হচ্ছে না। তবে এটাই আমাদের কাছে শাপে বর হয়েছে। বর্তমানে আমরা পুরোনো চরের পাশাপাশি নতুন চরেও জোরকদমে পোখরাজ আলু চাষ করছি।”

অপর কৃষক দীনবন্ধু মজুমদার বলেন, নদীর মূল স্রোত এখন গিলাডাঙ্গা এলাকা দিয়ে যাচ্ছে, ফলে সেই নতুন চরের কিছু জায়গায় ভবিষ্যতে হয়তো তরমুজ চাষ হতে পারে, যার জন্য কৃষকরা জমি চিহ্নিত করে রেখেছেন। কৃষকদের মতে, নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট নতুন চর এবং পলির প্রভাবে বালুকাময় চর এখন দুই ফসলি আবাদি জমিতে পরিণত হয়েছে। তাই জলঢাকা নদী বর্তমানে এই অঞ্চলের চাষিদের কাছে আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠেছে লক্ষ্মীলাভের উপায়।

সরকারি অফিসে আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন

ওদলাবাড়ি: ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে মানসিক চাপে থাকা এক ডাম্পার মালিক তিস্তা ব্যারেজ টাউনশিপের সরকারি অফিসে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সময় আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ঘটনায় ৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ওদলাবাড়িতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ডাম্পার মালিকদের সংগঠনের অন্য সদস্যদের তৎপরতায় এ যাত্রা তিনি প্রাণে বেঁচে যান এবং তাঁকে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, এদিন ওদলাবাড়ির ডাম্পার মালিকদের একটি সংগঠন তিস্তা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে মিছিল করে সরকারি অফিসে পৌঁছায়। কিন্তু কার্যনির্বাহী বাস্তুকার অমরেন্দ্রকুমার সিং অনুপস্থিত থাকায় তাঁরা এসডিও-৪ আশিবুল ইসলামের অস্থায়ী দপ্তরে আলোচনা করতে যান। আলোচনার মধ্যেই আচমকা এক ডাম্পার মালিক অফিসের সিলিং ফ্যানে দড়ি বেঁধে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ওই ডাম্পার মালিক জানান, কিস্তি মেটাতে না পারায় ফিন্যান্স কোম্পানি তাঁর অংশীদারদের সঙ্গে কেনা তিনটি ডাম্পার আগেই টেনে নিয়ে গিয়েছে। এখন তাঁর নিজের নামে থাকা একমাত্র ১২ চাকার ডাম্পারটিরও একাধিক কিস্তি বকেয়া। সামনের মাসে বকেয়া কয়েক লক্ষ টাকা দিতে না পারলে এই শেষ ডাম্পারটিও কোম্পানি নিয়ে নেবে, এই আশঙ্কায় তিনি চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন।

১২৭ দিনের সংস্কার কাজের পর তিস্তা ব্যারেজ সেতুর উপর দিয়ে যানবাহনের ভারবহন ক্ষমতা ২৫ টনে নির্ধারিত হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৩০০টি ১২ চাকার ডাম্পার, যা বালি-পাথর পরিবহণ করে, তা সেতু দিয়ে যেতে পারছে না। ফলস্বরূপ, তাঁদের ঘুরপথে জলপাইগুড়ি হয়ে ফুলবাড়ি বা শিলিগুড়ি যেতে হচ্ছে, যার ফলে লোকসান হচ্ছে বলে ডাম্পার মালিকদের অভিযোগ।

ডাম্পার মালিকদের সংগঠনের মুখ্য পরামর্শদাতা তমাল ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, “এভাবে যদি ডাম্পার মালিকদের আবেদন অগ্রাহ্য হয়, তবে আত্মহত্যা ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না।”

চা বলয়ে আন্দোলনের আঁচ

নিজস্ব প্রতিবেদন

বীরপাড়া: আলিপুরদুয়ারের চা বলয়ে বন্ধ ও রুগ্ন চা বাগান ইস্যু শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মেরিকো টি কোম্পানির সাতটির মধ্যে ছ'টি বাগানের অচলাবস্থা, যেখানে শ্রমিক-কর্মচারীদের মাসের পর মাস মজুরি ও বেতন বকেয়া রয়েছে।

একদিকে বিজেপি এই শ্রমিক অসন্তোষকে পুঁজি করে শাসকদলের উপর চাপ বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক ধরে রাখতে তৃণমূলও বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছে। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির চা শ্রমিকরাই ভোটের ফলাফলের নির্ণায়ক শক্তি। ২০১৯ সালে লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল হারলেও, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে তারা চা বলয়ের ৪৮৩টি বুথের মধ্যে ২৪৪টিতে লিড নিয়ে জমি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এরপরই মাদারিহাট উপনির্বাচনে জয়লাভ করে এই বিধানসভা আসনটি তারা প্রথমবার দখল করে। এই পরিসংখ্যান মাথায় রেখেই তৃণমূলকে বর্তমানে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে হচ্ছে।

মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে ১৯টি চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে লঙ্কাপাড়া (২০১৫) এবং রামঝোরা (২০২৩) বাগান বন্ধ। মেরিকোর অধীন বীরপাড়া, তুলসীপাড়া, বান্দাপানি, হান্টাপাড়া, গ্যারগান্ডা, ধুমচিপাড়ার মতো ছ'টি বাগানের শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে মজুরি না পেয়ে ধুমচিপাড়া চা বাগানে আন্দোলন করছেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই অচলাবস্থার জন্য মেরিকোর ডিরেক্টরকে তৃণমূল নেতা বলে তোপ দাগেন।

পরিস্থিতি সামাল দিতে তৃণমূল পরিচালিত মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পবন রাজগোর বলেন, “শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি আদায়ে আমরা পথে নেমেছি। প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা বরদাস্ত করা হবে না।” তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি উত্তম সাহা বকেয়া মজুরি আদায়ের বিষয়ে অনড় থাকলেও, উৎপাদন হ্রাস ও বাজারে চায়ের দাম কমে যাওয়াকেও তিনি এই সংকটের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে, বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা (বিটিডব্লিউইউ চেয়ারম্যান) শ্রমিকদের হাতে তির-ধনুক ধরিয়ে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন। এই জটিল পরিস্থিতিতে, শাসকদলের সামনে শ্রমিকদের বকেয়া আদায় করে চা বলয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভোট ব্যাঙ্ক ধরে রাখার কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

রজত জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করল ভেটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ব্রক্ষাণীরচৌকি দুই নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়। গত ৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সিতাই বিধানসভার বিধায়ক সংগীতা রায় আনুষ্ঠানিকভাবে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে দিনটি উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই বিশেষ আয়োজন করা হয়েছিল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at ‘Janabarta’ Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96